বিধ্বস্ত দেশ বিপন্ন মানুষ

শফিক রেহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিধ্বস্ত দেশ
বিপন্ন মানুষ

শফিক রেহমান

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১২

বিধ্বস্ত দেশ বিপন্ন মানুষ

কপিরাইট : Z

প্রকাশক
Z
১৫ ইস্কাটন গার্ডেনস
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

কভার
হামিদুল ইসলাম

গ্রাফিক্স
আবুল হাশেম

পৃন্টিং
ডট নেট

দাম : ১২০ টাকা

Beeddhosto Desh Beeponno Manoosh
A collection of political essays
Published by Z

15 Eskaton Gardens
Dhaka 1000, Bangladesh
website : www.shafikrehman.com

First published : January 2012

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্নেহভাজন
মারুফ কামাল খান সোহেল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আগে কিছু কথা

২০১১ ছিল বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষত দুটি কারণে।

এক. এই বছরে ক্রমবর্ধমান ইনডিয়ান আধিপত্য বাংলাদেশে মজবুত হয়। এবং দুই. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। প্রথমটির জন্য আগামী কয়েক বছর বা কয়েক যুগ ধরে বাংলাদেশের নাগরিকদের মাশুল গুনতে হবে। আর দ্বিতীয়টির জন্য আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে সিভিল ডিসঅর্ডার বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে দৈনিক নয়া দিগন্ত-র উদ্যমী এডিটরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্নেহভাজন আলফাজ আনাম আমার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন আমি যেন ২০১১ সালের একটা রিভিউ লিখি। আমি বাধ্য হই একটানা চারদিনে চারটি রিভিউ লিখতে। ২০১১ সালকে চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে প্রথমে দেশের অর্থনীতি, তারপর দেশের বিচার ব্যবস্থা, তারপর ইনডিয়ান আধিপত্য এবং সবশেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক ও উদ্বেগজনক সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আমি চারটি রচনা লিখি। লেখাগুলো প্রকাশিত হবার পর সারা দেশ থেকে অনেক পাঠক অনুরোধ করেন, এসব লেখা নিয়ে একটি বই প্রকাশ করতে। যার ফলে এক জায়গায় রেকর্ড থেকে যাবে ২০১১-তে বাংলাদেশ কেমন ছিল?

তাই বেশ তাড়াহুড়ো করে এই সংকলনটি প্রকাশিত হলো। বলা উচিত, দৈনিক পত্রিকার পৃন্টিং শেডিউলের মধ্যে লিখতে গিয়ে

www.pathagar.com

প্রতিটি রচনাতেই কিছুটা অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছে। তবু চারটি রচনা মিলে ২০১১-র বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি সত্য ধারণা পাবেন পাঠকরা। আশা করি এই বইটি পড়ে তারা সচেষ্ট হবেন দেশের অবস্থা বদলানোর জন্য সচেতন ও সক্রিয় হতে।

২০০৯ ও ২০১০ সাল পূর্তি এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আড়াই বছর পূর্তি উপলক্ষে এর আগে আমি যে তিনটি সালতামামি মূলক রচনা লিখেছি, আশা করছি ভবিষ্যতে এই বইয়ে সেসব সংযোজিত করা সম্ভব হবে। লেখাগুলো প্রকাশের জন্য দৈনিক নয়া দিগন্ত কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

বইটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আলফাজ আনাম, হাসানুর রহমান, সজীব ওনাসিস, দিপু রহমান, আবুল হাশেম ও মনিরুজ্জামান মনির। তাদের সবাইকে ও প্রচ্ছদ শিল্পী হামিদুল ইসলামকে অনেক ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শফিক রেহমান
জানুয়ারি ২০১২
ঢাকা

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ইটস দি ইকনমি, স্টুপিড	১১
যখন আইন আধিপত্য বিস্তার করতে চায়...	৩৫
ইনডিয়ান আধিপত্য মজবুত করার বছর	৬৩
তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক এবং উদ্বেগজনক সংখ্যাতত্ত্ব	৮৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইটস দি ইকনমি, স্টুপিড

প্রশ্ন : আমেরিকার বিয়াল্লিশতম প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম জেফারসন ক্লিনটন, যিনি তার ইচ্ছা অনুযায়ী বিল ক্লিনটন নামে বেশি পরিচিত, তার সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মা'ল আব্দুল মুহিত, যিনি সংক্ষেপে মুহিত নামে পরিচিত– এই দুইজনের মধ্যে মিল কি?

উত্তর : দুজনই স্টুপিড শব্দটি ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত।

তবে দুজনের মধ্যে গরমিলটা হচ্ছে ক্লিনটন ক্ষমতায় যাবার আগে শব্দটি বহুল ব্যবহার করেছিলেন। আর মুহিত ক্ষমতাসীন হবার পরে শব্দটি বহুল ব্যবহার করেছেন। শব্দটি ক্লিনটনের মুখ নিঃসৃত ছিল না। একচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট জর্জ হার্বার্ট বুশ (১৯৮৯-১৯৯৩)-এর পুনঃনির্বাচনের বিরুদ্ধে যখন ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন, তখন লিটল রক শহরে (আমেরিকার অঙ্গরাজ্য আরকানস-র রাজধানী) তার ক্যামপেইন হেড কোয়ার্টার্সের সামনে *ইটস দি ইকনমি, স্টুপিড* (It's the economy, stupid) স্লোগান সংবলিত একটি সাইনবোর্ড

www.pathagar.com

টাঙ্গানো হয়। ক্লিনটনের পলিটিকাল স্ট্র্যাটেজিস্ট জেমস কারভিল ১৯৯২-এ নির্বাচনী অভিযানের সূচনায় এই সাইনবোর্ড টাঙ্গান। তিনি চেয়েছিলেন ভোটারদের বোঝাতে তাদের দলের মূল লক্ষ্যটা কি। বিল ক্লিনটন তখন ছিলেন আরকানস-র তরুণ গভর্নর। তিনি বলেছিলেন, রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বুশ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শোচনীয় পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাই আমেরিকান ভোটারদের উচিত হবে বুশকে বাদ দিয়ে ডেমক্রেট ক্লিনটনকে নির্বাচিত করা। এই স্লোগান দিয়ে ক্লিনটন আমেরিকান নাগরিকদের বলেছিলেন, যেহেতু তারা ভাবছেন অর্থনীতির তুলনায় অন্যান্য ইসুগুলো বেশি ইম্পরট্যান্ট সেহেতু তারা স্টুপিড। বস্তুত এই স্লোগান দিয়ে ক্লিনটন প্রতিটি আমেরিকান নাগরিককে স্টুপিড বলে অপমানিত করেছিলেন। অন্যদিকে ক্লিনটন বোঝাতে পেরেছিলেন, ওই সময়ে দেশের একমাত্র রাজনৈতিক ইসু ছিল অর্থনীতি। আমেরিকায় তখন মন্দাবস্থা চলছিল। বহু লোক বেকার ছিল।

ক্লিনটন নির্বাচিত হন। তিনি আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থানকে উন্নত করেন। বেকারের সংখ্যা কমে যায়। তিনি খুব জনপ্রিয় হন এবং পরপর দুইবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বলা হয় সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা যদি না থাকতো এবং ক্লিনটন যদি তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হবার সুযোগ পেতেন তাহলে তিনি অবশ্যই পুনঃনির্বাচিত হতেন। ক্লিনটনের প্রেসিডেন্সি (১৯৯৩-২০০১) এখনও আমেরিকার সাম্প্রতিক স্বর্ণযুগ রূপে বিবেচিত। তার পরে তেতাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হন রিপাবলিকান জর্জ ডাবলিউ বুশ (হার্বার্ট বুশের বড় ছেলে)। তার প্রেসিডেন্সিতে (২০০১-২০০৯) আমেরিকা আবার মন্দাবস্থায় ফিরে যায়। বর্তমান ডেমক্রেট প্রেসিডেন্ট ব্যারাক ওবামা ২০০৯ সাল থেকে আমেরিকার অর্থনীতিকে আবার উন্নত ও দৃঢ় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও ২০১১-র মাঝামাঝিতে আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ মিলিয়ন। এই বেকারত্ব দূর করার জন্য দি ডেইলি বিস্ট-এ (১৯.০৮.১১) বিল ক্লিনটন ১৪ দফা

www.pathagar.com

প্ল্যান প্রকাশ করেন। আমেরিকায় এখনো ক্লিনটনকে মনে করা হয় তিনি ছিলেন একজন ইকনমিক উইজার্ড (economic wizard) বা অর্থনৈতিক জাদুকর।

পক্ষান্তরে বাংলাদেশে মুহিতের স্টুপিড শব্দটি ছিল মুখনিঃসৃত যা চলতি বছরের শেষে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের বর্ষ পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠানে আবারো প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি 'রাবিশ' শব্দটিও প্রায়ই প্রয়োগ করেন।

ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে আওয়ামী লীগ যে পাচটি অগ্রাধিকারের কথা বলেছিল তার মধ্যে প্রথমই ছিল দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা।

ইশতেহারে বলা ছিল, 'দ্রব্যমূল্যের দুঃসহ চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা হবে। দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সময়মতো আমদানির সুবন্দোবস্ত, বাজার পর্যবেক্ষণসহ বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মজুদদারি ও মুনাফাখোরি সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া হবে, চাদাবাজি বন্ধ করা হবে। ভোক্তাদের স্বার্থে ভোগ্যপণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলা হবে। সর্বোপরি, সরবরাহ ও চাহিদার ভারসাম্য সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য কমানো হবে ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা হবে।'

আরো সহজ এবং মন ও ভোটজয়ী ভাষায় নির্বাচনী অভিযানে প্রার্থী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, দশ টাকা কেজিতে চাল খাওয়াবো।

সেটা সম্ভব না হবার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেন যে আদৌ তিনি সেই রকম কোনো প্রতিশ্রুতি দেন নি। কিন্তু তার এই মিথ্যা কথন তুলে ধরেন বিরোধীদলীয় নেত্রীর প্রেস সচিব মারুফ কামাল খান পল্টনে এক জনসমাবেশে ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে।

www.pathagar.com

ক্ষমতায় না থেকেও ক্লিনটন তার দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৪ দফা প্ল্যান দিয়েছেন। আর মুহিত ক্ষমতায় থেকে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১১-তে বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সরকারি সাপ্লিমেন্টে তার চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন। তার ধ্যান ধারণায় বাংলাদেশের বিপন্ন ভোক্তা বা কনজিউমাররা আশ্বস্ত হতে পারেনি।

বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমলেও...

২০১১-তে মূল্য বৃদ্ধির একটি ছবি দৈনিক সমকাল (২৭.১২.২০১১) (প্রকাশক এ কে আজাদ যিনি এফবিসিসিআইয়ের বর্তমান সভাপতি) তুলে ধরেছে। তাতে দেখা যায় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরে দাম বেড়েছে :

আইটেম	খুচরা দাম	বৃদ্ধির পরিমাণ
চাল (সরু)	৫০-৫৫	কেজি প্রতি ৫
তেল	৯৬-১১১	কেজি প্রতি ১৬
চিনি	৫৭-৬৮	কেজি প্রতি ১১
বিদ্যুৎ	ইউনিট প্রতি গড় ২১%	
সিএনজি	১৬-৩০	ঘনফুট প্রতি ১৪
অকটেন	৭৭-৮৯	লিটার প্রতি ১২
পেট্রল	৭৪-৮৬	লিটার প্রতি ১২
ডিজেল	৪৪-৫৬	লিটার প্রতি ১২

দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্টের মতে (২৬.১২.২০১১) সয়াবিন তেলের দাম হয়েছে ১২৩ থেকে ১২৬ টাকা।

গত এক বছরে পাচ দফায় জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে ৪০ শতাংশ। এর প্রতিক্রিয়ায় পরিবহন খাতে খরচ বাড়ার ফলে শিগগিরই বিভিন্ন ভোগ্য পণ্যের দামসহ বাড়ি ও বাহন ভাড়া আরো বাড়বে সেটা নিশ্চিত।

www.pathagar.com

এখানে মনে করা যেতে পারে যে বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমে যাবার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ দিকে নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৮-এ দেশে জ্বালানি তেলের দাম কমানো হয়। কিন্তু বর্তমান সরকার অব্যাহতভাবে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ধারায় ফিরে যায়। সেপ্টেম্বর ২০১১-তে বিশ্ব বাজারে যখন তেলের দাম আরো এক দফা কমে যায় তার পরেই বাংলাদেশে তেলের দাম আরো এক দফা বাড়ানো হয়।

জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর ব্যাখ্যায় সরকারের এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, 'জ্বালানি তেলের দাম না বাড়ালে ইতিমধ্যেই টাকার মূল্যমান কমে যাওয়া, সরকারের রাজস্ব আয়ের অপর্যাপ্ততা ও সরকারের ঋণগ্রস্ততার ফলে সংকটাপন্ন অর্থনীতির অবস্থা আরো খারাপ হবে।... মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান প্রায় ১০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য চলতি অর্থবছরে অতিরিক্ত প্রায় ২০ লাখ টন জ্বালানি তেল আমদানি করতে হচ্ছে।'

এত বিশাল ভর্তুকি দেয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় জানিয়ে তথ্যবিবরণীতে বলা হয়, 'এ অবস্থায় জ্বালানি তেল আমদানি অব্যাহত রাখতে হলে এ খাতে সরকারকে প্রচুর ভর্তুকি দিতে হবে, যা সরকারের বর্তমান আয় থেকে সঙ্কুলান করা অসম্ভব। এ পরিমাণ ভর্তুকি অব্যাহত রাখতে হলে অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়সহ উন্নয়ন ব্যয় কমাতে হবে, যা কাম্য নয়। অন্য দিকে ব্যাংকিং খাতে সরকারের ঋণগ্রহণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে।'

অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা

এই ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য এবং অগ্রহণযোগ্য। এই ব্যাখ্যার বিপরীতে ভোটাররা পাল্টা অনেক প্রশ্ন তুলতে পারে। যেমন, কেন টাকার মূল্যমান কমে গেল? কেন সরকারের রাজস্ব আয়

www.pathagar.com

অপর্যাপ্ত হলো? কেন সরকার ঋণগ্রস্ত হলো? কেন অর্থনীতি সংকটাপন্ন হলো?

এরপর ভোটাররা প্রশ্ন তুলতে পারে কেন ইলেকশন ম্যানিফেস্টো প্রকাশের সময়ে আওয়ামী লীগ এসব বোঝেনি বা বলেনি?

ফাইনালি ভোটাররা প্রশ্ন তুলতে পারে এই অবুঝ সরকার কেন এখনো ক্ষমতায় আছে? এই সরকার নিজেদের অক্ষমতা, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা স্বীকার করে নিয়ে কেন পদত্যাগ করছে না?

মূল্যস্ফীতি ১২ শতাংশ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর মতে নভেম্বর ২০১১-তে মূল্যস্ফীতির হার প্রায় ১২ শতাংশ ছুয়েছে যা গত দেড় দশকের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছে। ১৯ ডিসেম্বর ২০১১-তে মুহিত স্বীকার করতে বাধ্য হন 'শুধু বিশ্বে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে বলেই বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি হয়নি। দেশের অভ্যন্তরীণ কিছু কারণেই মূল্যস্ফীতি হয়েছে।'

কিন্তু 'বিশ্বে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে', এই তথ্যটি কি সঠিক? ১৩ ডিসেম্বর ২০১১-তে বিবিসি থেকে জানানো হয় বৃটেনে নভেম্বরে কনজিউমার প্রাইসেস ইনডেক্স (সিপিআই) আগের মাসের ৫% থেকে কমে ৪.৮% হয়েছে। ২৮ ডিসেম্বর ২০১১-তে ইনফ্লেশন ডেটা ডট কম-এ জানানো হয়, আমেরিকাতে ২০১১-র মে থেকে অক্টোবরে এই ছয় মাসে মূল্যস্ফীতির গড় হার ছিল ৩.৬৫% এবং সেটা নভেম্বরে কমে হয়েছে ৩.৩৯%।

বস্তুত পশ্চিমি বিশ্বের চলমান মন্দাবস্থায় বিভিন্ন দেশের অর্থমন্ত্রীরা নিয়তই চেষ্টা করছেন মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে এবং তাদের অনেকেই সফল হয়েছেন। ইউকে এবং ইউএসএ-র সর্বশেষ পরিসংখ্যান দুটি এর প্রমাণ।

কিন্তু বিদেশে যাই হোক না কেন দেশের মানুষ সেটা শুনতে আগ্রহী নয়। তারা শাদামাটা ভাবে বোঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের

www.pathagar.com

দাম, বাড়ি ও বাহন ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে এবং আরো বাড়বে।

এরা ভাষার মারপ্যাচ বোঝে না।

এরা পরিসংখ্যানের জটিলতা বোঝে না।

অনিয়ন্ত্রিতভাবে দাম বেড়ে যাবার ফলে এদের সংসার বিপর্যস্ত, স্বপ্ন বিধ্বস্ত, জীবন বিপন্ন।

সাধারণ মানুষের কাছে দৈনন্দিন বাস্তবতা হলো বাজারে দাম দুঃস্বপ্ন, বাড়ি ও বাহন ভাড়া দুঃসহ।

তারা মর্মে মর্মে বুঝছে বর্তমান সময় একটি সুদীর্ঘ দুঃসময়। তারা বোঝে ১২ শতাংশ মূল্যস্ফীতির মানে তাদের সঞ্চয় এবং আয় প্রকৃত অর্থে ১২ শতাংশ কমে গিয়েছে।

দেশের টালমাটাল অর্থনৈতিক অবস্থার আরো কয়েকটি অনাকাঙ্ক্ষিত চিহ্ন হলো :

এক. ডলারের দাম বেড়েছে। ২০১০-এ এই সময়ে প্রতি ডলারের দাম ৭০ টাকা ছিল। এক বছর পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে এটি হয়েছে প্রায় ৮০ টাকা। অর্থাৎ, ডলারের বিপরীতে এক বছরে টাকার দাম কমেছে প্রায় ১৫ শতাংশ। খোলা বাজারে ডলার এখন ৮৩ টাকা হবার রিপোর্ট এসেছে।

দুই. রাজধানীর কিছু এটিএমে বা ক্যাশ বুথে ক্যাশ টাকা পাওয়া যাচ্ছে না।

তিন. কিছু ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ক্যাশ টাকা দিতে পারছে না। 'ব্যাংকে টাকার হাহাকার' শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

চার. সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন চারটি ব্যাংক, সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক থেকে আমানতকারীরা বিপুল পরিমাণে আমানত সরিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, এ বছরের জুন-সেপ্টেম্বর সময়ে বিপুল পরিমাণ আমানত হারায় এই

www.pathagar.com

ব্যাংকগুলো। এ সময়ের মধ্যে সোনালী ব্যাংক থেকে গ্রাহকরা ৫৭৩ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। জনতা ব্যাংক থেকে তুলেছেন ৯৯০ কোটি টাকা, অগ্রণী ব্যাংক থেকে ৭০৬ কোটি টাকা ও রূপালী ব্যাংক থেকে গ্রাহকেরা তুলে নিয়েছেন ছয় কোটি ৩১ লাখ টাকা। অর্থাৎ, আমানতকারীরা সরকারি ব্যাংকের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। এসব ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, বেসরকারি ব্যাংকের তুলনায় সরকারি ব্যাংকে আমানতকারীদের কম হারে সুদ দেয়া হয় বলে এমনটা ঘটেছে।

পাচ. ইনডিয়াতে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাছে ছাপতে দেওয়া প্রাথমিক স্তরের ৮০ লাখ (অপর একটি সূত্র মতে ২৫ লাখ) কপি বই নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। ডলার সংকটের কারণে পৃন্টিং বিল পরিশোধ করতে না পারায় এবং বন্দরের শুল্ক পরিশোধ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় আশংকা করা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে দেশের বহু উপজেলায় শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবই পৌছাবে না।

সংকটে জর্জরিত ব্যাংকিং সিসটেম

ডলার সংকট ও তারল্য সংকটে জর্জরিত দেশের গোটা ব্যাংকিং সিসটেম ২০১১-তে বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছে।

এক. দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাংলাদেশে ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে শংকা সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জনৈক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর ক্রমান্বয়ে চাপ বাড়ছে। সামনে এ চাপ আরো বাড়বে। যে হারে আমদানি দায় বাড়ছে সে হারে ডলারের সরবরাহ বাড়ছে না। তিনি জানান, চলতি মাসে বিপিসির জ্বালানি তেল আমদানির জন্য পরিশোধ করতে হবে ৫০ কোটি ডলার। এর বাইরে ভোজ্য তেল ও গম আমদানি ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। পাশাপাশি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রাংশ, পেট্রোবাংলা থেকে বিদেশী তেল-গ্যাস অনুসন্ধানী কম্পানি শেভরনের পাওনা ও বিসিআইসির সার আমদানি দায় পরিশোধ

www.pathagar.com

করতে হবে। অপর দিকে কয়েকটি ব্যাংকের বকেয়া আমদানি দায় পরিশোধ করতে হবে। সব মিলে চলতি মাসে আমদানি দায় পরিশোধ করতে হবে অন্য মাসের তুলনায় বেশি, কিন্তু সে হারে ডলারের সরবরাহ বাড়বে না। আর সরবরাহ না বাড়লে রিজার্ভ থেকে পরিশোধ করতে হবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৮০০ কোটি ডলারে নেমে আসতে পারে।

সাধারণত একটি দেশের ইমার্জেন্সি খরচ মেটাতে কমপক্ষে তিন মাসের আমদানি দায় পরিশোধ করার মতো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকতে হয়। বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে সোয়া তিন বিলিয়ন ডলার করে আমদানি দায় পরিশোধ করতে হচ্ছে। সে হিসাবে তিন মাসে প্রায় এক হাজার কোটি ডলার বাংলাদেশ ব্যাংককে রিজার্ভ রাখতে হয়। দাতা সংস্থা আইএমএফ সব সময় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এক হাজার কোটি বা ১০ বিলিয়ন ডলার রাখার পরামর্শ দিয়ে আসছে। কিন্তু ১ ডিসেম্বর ২০১১-তে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৯৩০ কোটি ডলারে নেমে যায়। এখন আশঙ্কা হচ্ছে, সামনে রিজার্ভ ৮০০ কোটি ডলারে নেমে আসবে।

দুই. রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক চারটির পরিচালনায় অদূরদর্শিতা ও অদক্ষতা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের তীব্র মত বিরোধিতা চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেছেন, '... পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরো বেশি নজরদারি প্রয়োজন... এই ব্যাংকগুলোকে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো আক্ষরিক অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতায় নিতে হবে।'

প্রতিধ্বনি তুলেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহ উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, 'রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পদ ও দায় এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা সবক্ষেত্রেই দুর্বলতাগুলোও আরো স্পষ্ট হয়েছে। অনভিজ্ঞদের হস্তক্ষেপে এবং চাপের মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়েছে।... ব্যাংকগুলোকে স্বাধীনভাবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আর একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংককেও শক্ত হতে হবে। শুধু চিঠি দিয়ে দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালনে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না।'

এদের এসব বক্তব্য অরণ্যে রোদনের মতোই হবে। কারণ সরকার এই ব্যাংকগুলোকে তার রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে ব্যবহার করতে চায়। ভবিষ্যতে সরকার গ্রামীণ ব্যাংককেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে চায়।

তিন. চারটি সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও একটি সরকারি কৃষি ব্যাংক রাজনৈতিক লক্ষ্যে ব্যবহার করেও রাজনীতি সামাল দিতে পারছে না। তাই ২০১১-তে অর্থ মন্ত্রণালয় রাজনৈতিক বিবেচনায় আরো দশটি নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দিতে বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংককে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ চারটি ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছে। বাকি ছয়টির সম্পর্কে আরো আলোচনার দরকার আছে বলা হয়েছে পরিচালনা পর্ষদে। নিচে চার্টে দেখুন কোন আমলে কয়টি ব্যাংকের অনুমোদন হয়েছে।

কোন আমলে কয়টি ব্যাংকের অনুমোদন

সাল	শাসন ক্ষমতায় যারা	অনুমোদিত নতুন ব্যাংকের সংখ্যা
১৯৮২-১৯৯০	এরশাদের আমল	৯টি
১৯৯১-১৯৯৬	বিএনপি	৮টি
১৯৯৬-২০০১	আওয়ামী লীগ	১৩টি
২০০১-২০০৬	বিএনপি (চারদলীয় জোট)	লাইসেন্স দেয়া হয়নি
২০০৬-২০০৮	তত্ত্বাবধায়ক সরকার	লাইসেন্স দেয়া হয়নি
মোট	বেসরকারি ব্যাংক সংখ্যা	৩০টি
	রাষ্ট্রায়ত্ত ও বিদেশী ব্যাংক	১৮টি
	মোট ব্যাংক সংখ্যা	৪৮টি

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বিবেচনায় আরো ব্যাংক

বর্তমানে দেশের ১৭টি ব্যাংক ঝুকির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও মহাজোট সরকার নতুন আরো দশটি ব্যাংকের অনুমোদন কেন দিতে চাইছে। অন্তত এ ক্ষেত্রে এই সরকার সত্য কথা বলেছে। বলা হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায় আরো নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দিতে হবে। জানা গেছে বর্তমান সরকারের আমলে বিশটি আবেদন জমা পড়েছে।

এই রাজনৈতিক চাপ কারা সৃষ্টি করেছেন তার উত্তর পাওয়া যাবে মোট ৮২টি জমাকৃত আবেদনপত্রে আগ্রহী উদ্যোক্তাবৃন্দের নাম থেকে। দৈনিক আমার দেশ (২১-০৯-২০১১) এর একটি রিপোর্টের কিছু অংশ।

জানা গেছে, নতুন ব্যাংক স্থাপনের বিষয়ে তোড়জোড় শুরু হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক একটি তালিকা করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকা অনুযায়ী বর্তমান সরকারের আমলে নতুন ব্যাংকের জন্য আবেদন করা রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের তালিকায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে সংসদ সদস্য শেখ ফজলে নূর তাপস ও শেখ সালাহ উদ্দিন। তাদের ব্যাংকের নাম দেয়া হয়েছে মধুমতি ব্যাংক। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এবং সরকারি হিসাব সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর একাই চেয়েছেন দুটি ব্যাংক। এর একটির নাম দেয়া হয়েছে ফারমার্স ব্যাংক ও অন্যটির নাম এসএমই ব্যাংক। দি ফারমার্স ব্যাংক গুলশানে অফিস খুলে এরই মধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল রূপায়ণ ব্যাংক নামে নতুন ব্যাংকের আবেদন করেছেন।

শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবীদের নামেও কয়েকটি ব্যাংকের আবেদন করা হয়েছে। সদ্য প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নামে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক নামে একটি ব্যাংকের আবেদন এসেছে।

www.pathagar.com

ড. এসএম শওকত আলী 'ক্যাপিটাল ব্যাংক' এনজিও ব্যক্তিত্ব অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম টিএমএসএস ক্ষুদ্র পুজি ব্যাংক, ড. মো: শামসুল হক ভূঁয়া অ্যাপোলো ব্যাংক নামে নতুন ব্যাংক চেয়েছেন। প্রবাসী কমার্শিয়াল ব্যাংক নামে নতুন ব্যাংক চেয়েছেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতা ফরাসত আলী। তার সাথে আছেন ব্যবসায়ী নেতা কুতুবউদ্দিন। দি ব্যাংক অফ এনআরবির আবেদন করেছেন মোল্লা ফজলুর রহমান, নিজাম চৌধুরী ও আরিফুর রহমান। আরবান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আবেদনে নাম আছে সাজ্জাদুল ইসলাম, মো: হেলাল মিয়া ও বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহসীন উদ্দিনের। ডাইনামিক ইসলামী ব্যাংকের আবেদনকারীরা হলেন বারেকুর রহমান, মো: হেলাল মিয়া ও তাজুল ইসলাম। রয়েল ব্যাংকের প্রস্তাবক হচ্ছেন নুরুল কাইয়ূম খান, জাহাঙ্গীর আলম খান ও আজিজুল খান চৌধুরী। কে টি আহমেদ আবেদন করেছেন বন্ড অ্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক (বিএমবি) প্রতিষ্ঠার। এক্সপ্রেস নামে ব্যাংক পেতে আবেদন করেছেন নাসিম আহমেদ, শাহরিয়ার আলম ও এবাদুল করিম।

আইএমএফ-এর বিরোধিতা

আইএমএফ-এর তরফ থেকে ও বাংলাদেশ এ মুহূর্তে নতুন ব্যাংকের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই বলে সাফ জানিয়ে দেয়। সম্প্রতি সংস্থাটির প্রধান ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন ব্যাংকের বিরোধিতা করেন।

নতুন ব্যাংক বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছেন, বেসরকারি খাতে নতুন ব্যাংক স্থাপনের বিষয়টি সরকারের একটি রাজনৈতিক ইচ্ছা। নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে।

www.pathagar.com

নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দেয়ার বিষয়ে সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ মির্জা আজিজুল হক বলেন, বাংলাদেশের মতো অর্থনীতির দেশে নতুন ব্যাংকের কোনো দরকার নেই। বর্তমান সরকার রাজনীতিবিদদের আবদার মেটাতে নতুন ব্যাংকের অনুমতি দিচ্ছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা বাড়বে। অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে তিনি মনে করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান জানিয়েছেন, 'আমরা যখন দেখলাম সরকার নতুন ব্যাংক করবেই তখন একটি সমীক্ষাকে সামনে রেখে নতুন কিছু শর্ত দিয়ে একটি খসড়া বা গাইডলাইন তৈরি করেছি। এতে কঠিন অনেক শর্তই আছে। প্রকৃত উদ্যোক্তা ছাড়া অন্যরা হয়তো নতুন ব্যাংক পাবেন না। তবে নতুন ব্যাংক সংখ্যায় খুবই সীমিত হবে।'

বছরের শেষ সপ্তাহে ২৬ ডিসেম্বরে দৈনিক মানবজমিনে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বোঝা যায় অর্থমন্ত্রী মুহিতের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমানের সম্পর্কে হাস্যরসাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

'অর্থমন্ত্রীর হ্যা গভর্নরের না' শিরোনামে রিপোর্টের কিছু অংশ : 'গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৭। এবারের টার্গেট করা হয়েছিল ৭। অর্থনীতিবিদদের অনেকেই সন্দেহ করছিলেন, এটা অর্জিত হবে না। অর্থনীতি ভাল নয়। শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী এএমএ মুহিত বললেন, হ্যা, আমি শঙ্কিত। কিন্তু গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন। বললেন, না। আমি একমত নই। কিন্তু অর্থমন্ত্রী 'হ্যা' কেন 'হ্যা' সেটা বোঝা গেলেও গভর্নরের 'না' কেন 'না'-সেটা বোঝা যায়নি। একজন বিশ্লেষকের মতে, বার্তা সংস্থা ইউএনবির খবর পড়ে মনে হয়েছে, গভর্নর জ্যোতিষের মতোই একটা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তার অবস্থানের তথ্য ও উপাত্ত জানতে অনেকেরই আগ্রহ থাকবে। তবে আশার কথা শুনতে মন্দ না। মাত্র চার দিনের ব্যবধানে প্রবৃদ্ধি প্রশ্নে

www.pathagar.com

অর্থমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিলেন। তবে এএমএ মুহিত কেন ভয় পাচ্ছেন তা তিনি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তার কথায়, চার কারণে তিনি ভীত। এই চার কারণ হলো– পণ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য, চরম মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ কমে যাওয়া এবং অতিরিক্ত ভর্তুকি। অন্য দিকে আতিউর রহমান বলেছেন, তিনি খোজখবর নিয়ে জেনেছেন, সার্বিকভাবে অর্থনীতির অবস্থা ভাল। সে কারণে তিনি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

ঢাকার ওয়াকিফহালমহল বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের এই আকস্মিক আশাবাদ ব্যক্ত করার বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। তারা বুঝতে চাইছেন, অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে উচ্চপর্যায়ের দুই নীতিনির্ধারকের এ রকম পরস্পরবিরোধী অবস্থান শুধুই বুদ্ধিবৃত্তিক কিনা। অর্থনীতিবিদদের অনেকেই বাংলাদেশ অর্থনীতির একটা লেজেগোবরে অবস্থা সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই সাবধান করছিলেন। ব্যাংক থেকে টাকা ছাপিয়ে সরকার চালানোর পরিস্থিতি একটা বিরাট অশনি সঙ্কেত। ব্যাংকগুলোতে যে তারল্য সঙ্কট চলছে– সেটা এখন আর কারও স্বীকার করা বা না করার ওপর নির্ভর করে না। সাধারণ মানুষও তাদের দৈনন্দিন জীবনে টাকার সঙ্কট অনুভব করছেন। বড় অঙ্কের টাকার চেক আগের মতো বিনা নোটিশে ভাঙানো যাচ্ছে না। অনেকেই রসিকতা করে বলছেন, টাকার উপরে মুদ্রিত 'চাহিবা মাত্র উহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে'–এ কথার মানে ও তাৎপর্য বদলে যাচ্ছে। চাওয়া মাত্র টাকা পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে।'

এসব রিপোর্ট বিশ্লেষণ করলে মনে হয় মুহিত দ্বৈত ভূমিকা পালন করছেন। এক দিকে তিনি সরকারের অর্থমন্ত্রী রূপে বেসরকারি ব্যাংক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে নিজেকে নিছক সরকারি মুখপাত্র রূপে চিত্রায়িত করতে চাইছেন। অন্য দিকে অর্থনীতিবিদ রূপে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট বিষয়ে সৎ মতামত প্রকাশ করতে

www.pathagar.com

চাইছেন। কিন্তু রাজনৈতিক অস্বচ্ছতা এবং অর্থনৈতিকভাবে সৎ থাকার দুর্বল প্রচেষ্টার এই কন্ট্রাডিকশন বা বৈপরীত্যে মুহিতের বিবেক কি তাকে দংশন করছে? এর আগেও গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ড. ইউনূসকে পদচ্যুতি ইসুতে মুহিত আরেকটি কন্ট্রাডিকশনে ভুগেছিলেন।

শেয়ার মার্কেটে অব্যাহত দরপতন

ব্যাংকিং সেক্টরের পরেই উল্লেখ করতে হয় শেয়ার মার্কেটে সারা বছর জুড়ে চলমান সঙ্কট ও বিনিয়োগকারীদের বিক্ষোভ। ৫ ডিসেম্বর ২০১০ থেকে শেয়ারে দাম ধারাবাহিকভাবে পড়া শুরু হয়।

শেয়ারবাজারে ধস ঠেকাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও কোনো সুফল হয়নি। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ইনসেনটিভ প্যাকেজ ঘোষণা দিয়েও মার্কেটের ধস ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। পুজি হারিয়ে বহু বিনিয়োগকারী পথে বসেছেন। তারা অবস্থান এবং অনশন ধর্মঘট করেছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সামনে। কেউ কেউ করেছেন আত্মহত্যা। কারো পারিবারিক অথবা দাম্পত্য জীবন গিয়েছে ভেঙ্গে। কারো হয়েছে হার্ট অ্যাটাক। অনেকে বেছে নিয়েছেন সহিংস পথ। তাদের তাড়া করেছে নিষ্ঠুর পুলিশ। শেয়ার মার্কেটের এই ছবি বছর জুড়ে ছিল টিভির বিভিন্ন নিউজ ও রিপোর্টে।

শেয়ার মার্কেটের অব্যাহত দরপতন ঠেকাতে খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় শেয়ার বাজার তদন্ত কমিটি। এই তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে অর্থমন্ত্রীর কাছে। কিন্তু সেই রিপোর্ট পাবলিকের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। ফলে শেয়ার মার্কেটে ম্যানিপুলেশনের সঙ্গে জড়িতরা রয়ে গেছে ধরা ছোয়ার বাইরে।

www.pathagar.com

মশিউরের হৃদয়হীনতা

ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান। তিনি বলেন, 'ওরা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু। ওদের জন্য মাথা ঘামানোর কোনো কারণ নেই। তাদের কষ্টে আমার মন কাদে না। শেয়ার বাজার ধসে সরকারের মাথাব্যথার কিছু নেই; কারণ শেয়ার বাজারের পুজি প্রকৃত বিনিয়োগে যায় না। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীরা দেশের অর্থনীতিতে কোনো অবদান রাখে না। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকে দ্রুত কোটিপতি হওয়ার ব্যবসা বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শেয়ার মার্কেটে যারা টাকা খাটায় তারা অল্প সময়ে অল্প লগ্নি করে বেশি লাভ করতে চায়। তাই তাদের কষ্টে আমার হৃদয় কাদে না।'

শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্তদের সঠিক সংখ্যা কতো? একটি সূত্র জানায়, প্রায় ৩৩ লক্ষ। প্রতিটি বিনিয়োগকারীর পেছনে যদি ধরে নেয়া হয় অন্তত পক্ষে পাচজন পারিবারিক সদস্য আছেন (পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, জামাই, শ্বশুর, শাশুড়ি প্রমুখ) তাহলে মোট ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা দাড়াবে ৩৩,০০,০০০x৫ = ১৬,৫০০,০০০ বা প্রায় এক কোটি পয়ষট্টি লক্ষ মানুষ!

এই বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্দিনে তাদের গালিগালাজ না করে ড. মশিউর রহমান কিছু সমবেদনার বাণী শোনাতে পারতেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন ক্ষতিগ্রস্ত কেউ না হয় সেসব পদক্ষেপ নিতে পারতেন।

পশ্চিমে শেয়ার মার্কেটের অনিশ্চয়তা বিষয়ে কিছু বাধ্যতামূলক সতর্কবাণী থাকে বিজ্ঞাপনে, বিলবোর্ডে, পোস্টারে, যেমন share prices may go up or down and you may lose your whole investment. (শেয়ারের দাম বাড়তে পারে অথবা কমতে পারে এবং আপনি আপনার পুরো বিনিয়োগই হারাতে পারেন)।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর কন্যার বিলবোর্ড-পোস্টারের পাশাপাশি আপামর বঙ্গসন্তানদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের সতর্কবাণী নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। যেমনটা সিগারেটের ক্ষেত্রে হয়েছে এবং তার যথেষ্ট সুফলও পাওয়া গিয়েছে।

ড. মশিউর রহমানের এই ধরনের নষ্ট মন্তব্যে অথবা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অপ্রকাশিত রাখলেই প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং অর্থ উপদেষ্টার দায়দায়িত্ব মিটে যাবে না। এয়ারলাইন পাইলটের যেমন অলটিমিটার (ভূমি থেকে আকাশে উড়ন্ত প্লেনের উচ্চতা মাপার যন্ত্র), ডাক্তারের যেমন স্টেথিসকোপ, নার্সের যেমন থার্মোমিটারের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি দেশের অর্থনীতি পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের দৈনন্দিন জানা দরকার স্টক এক্সচেঞ্জ ও তার ইনডেক্স এবং ডলার-পাউন্ড-ইউরো প্রভৃতির এক্সচেঞ্জ রেট। আর সে জন্যই বিবিসি ওয়ার্ল্ড, সিএনএন, স্কাই নিউজ, আল-জাজিরা প্রভৃটি টিভি চ্যানেলে বারংবার দেখানো হয় বিশ্বের বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জ ইনডেক্স এবং বৈদেশিক মুদ্রার এক্সচেঞ্জ রেট। স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে অলটিমিটার বিহীন প্লেনের তুলনা করা যেতে পারে। আর তাই বাংলাদেশে স্টক মার্কেট ক্র্যাশ করেছে ২০১১-তে। ও হ্যা, এর আগের হাসিনা সরকারও একই ক্ষেত্রে ক্র্যাশ করেছিল।

কোনো সুখবর নেই

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে সুসংবাদ ছিল না।

এক. গার্মেন্টস শিল্প : আমেরিকান বাজারে পোশাক রফতানিতে প্রথম স্থানে রয়েছে চায়না। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভিয়েতনাম। বাংলাদেশ রয়েছে দ্বাদশ স্থানে। অথচ পোশাক রফতানিকারকদের মতে চায়নার অবস্থান কিছুটা নেমে যাওয়ার সম্ভাবনায় বাংলাদেশের অবস্থান উন্নততর হওয়া উচিত ছিল। চাদাবাজি, আইন-শৃঙ্খলার

www.pathagar.com

অবনতি, বিদ্যুৎ-গ্যাস সংকট প্রভৃতির কারণে বহির্বিশ্বে তৈরি ও নিট পোশাক মার্কেট বাংলাদেশ হারাতে বসেছে। তার পরেও ২০১১-তে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের রফতানি ২৫০০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে।

দুই. আবাসন শিল্প : জাতীয় অর্থনীতিতে আবাসন খাতের অবদান ২১ শতাংশ। এর মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগের পরিমাণ ২১,০০০ কোটি টাকা। এই খাতের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় আড়াই কোটি মানুষ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রায় দশ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে। সহযোগী শিল্পেও পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। রিহ্যাবের মতে ২০১১তে আবাসন শিল্প বন্ধ হবার পথে গিয়েছে। এর কারণ তারা বলেছেন, নব-নির্মিত বাসস্থানে সেবা সংযোগ (ইলেকট্রিসিটি ও গ্যাস) প্রদানে নিষেধাজ্ঞা, ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ফি আট গুণ বাড়ানো এবং বাস্তব সম্মত ভাবে ড্যাপ বাস্তবায়ন ও জলাধার আইন চূড়ান্ত না হওয়া।

রিহ্যাবের মতে ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গফুটের রেজিস্ট্রেশন ফি ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,০০০ টাকা করা হয়েছে। এই আট গুণ বেশি ফি দিতে ১০-১৫ লাখ টাকা খরচ হতে পারে। উৎস আয়কর বৃদ্ধি করায় বর্তমানে রেজিস্ট্রেশন খরচ দাড়িয়েছে ১৩ শতাংশ। ইন-ডিয়াতে এই ফি ছয় শতাংশ। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর ও শ্রীলংকাতে এই ফি এক থেকে সর্বোচ্চ চার শতাংশ।

রিহ্যাব জানিয়েছে এসব কারণে অন্তপক্ষে ১৬,০০০ ফ্ল্যাট তারা ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে পারছে না। ফলে একদিকে ক্রেতারা এখনো তাদের বাসস্থানের ভাড়া দিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে হস্তান্তরিত না হওয়া সত্ত্বেও নতুন ফ্ল্যাটের জন্য কিস্তি পরিশোধে বাধ্য হচ্ছে।

তিন. ম্যানপাওয়ার রফতানি : জনশক্তি রফতানিকারকরা মনে করেন আওয়ামী সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হয়েছে শ্রমবাজার

www.pathagar.com

চালু রাখতে। দৈনিক প্রথম আলো-র (২৪.১২.২০১১) রিপোর্টে সৌদি আরবের উদাহরণ দিয়ে তারা বলেছে, ১৯৯৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সে দেশে প্রতি বছর গড়ে দেড় থেকে দুই লাখ কর্মী গেছেন। কিন্তু বর্তমান সরকারের তিন বছরে গেছেন মাত্র ৩০ হাজারের মতো। এ সময় ফিরে আসে এরও বেশি, ৫০ হাজার লোক।

জনশক্তি রফতানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, সৌদি আরবে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে তিন দশকের মধ্যে কখনো এমন বিপর্যয় হয়নি। সরকারি সূত্র ও ব্যবসায়ী মহল- উভয়েরই মতে, এর প্রধান কারণ রাজনৈতিক।

সম্প্রতি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বড় শ্রমবাজার মালয়শিয়ায়ও একই অবস্থা। তিন বছর ধরে দেশটিতে জনশক্তি রফতানি বন্ধ আছে। গুরুত্বপূর্ণ বাজার কুয়েতের চিত্রও তাই।

জনশক্তি রফতনিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়শন অফ ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী জানান, সৌদি আরব, মালয়শিয়া, কুয়েত, কাতার- এগুলো হলো বাংলাদেশের আসল শ্রমবাজার। কিন্তু এগুলো চালু করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে; বরং এসব দেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নেতিবাচক হয়ে উঠেছে।

নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের জন্য বর্তমান সরকার পাচটি কমিটি করে তাদের বিভিন্ন দেশে পাঠায়। কিন্তু তিন বছরে সেই অর্থে নতুন কোনো বড় শ্রমবাজার খুজে পায়নি বাংলাদেশ।

তবে হ্যা, বাংলাদেশ থেকে রফতানি বিষয়ে একটি 'সুসংবাদ' প্রকাশ করেছে দৈনিক নয়া দিগন্ত । রাজধানীর বেশ কয়েকটি নামীদামি হসপিটালে কিডনি কেনাবেচার পাশাপাশি 'কলম্বিয়া এশিয়ান আন্তর্জাতিক সেবাকেন্দ্র, বাংলাদেশ' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিডনি-লিভার পাচার করা হচ্ছে। অনেক সময় রোগীদের চিকিৎসার নামেও বিদেশে পাঠিয়ে তাদের

www.pathagar.com

কিডনি লিভারসহ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে রাখা হচ্ছে। মালয়শিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও পার্শ্ববর্তী ইনডিয়া সহ বেশ কিছু দেশে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাচার হয়।

২০১১ জুড়ে এসব সংকটের মধ্যে যুক্ত হয় জাল নোট সংকট। এই বছরে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিসহ ১০০০ ও ৫০০ টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়া হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১০০০ টাকার জাল নোটও বাজারে আসে। ব্যবহারকারীরা ১০০০ টাকার জাল নোটে বিপন্ন হয় বেশি। কারণ একটি নোট জাল পাওয়া মানেই ৫০০ টাকার দ্বিগুণ ক্ষতি। সুপারমার্কেট থেকে শুরু করে চক মার্কেটের ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন রিটেইলারের ক্যাশিয়াদের কাজ বেড়ে যায়। প্রতিটি নোট তারা বারংবার পরীক্ষা করে নিতে বাধ্য হয়। ফলে ট্রানজাকশন বা ব্যবসায়িক লেনদেন বিলম্বিত হয়। এই বিলম্বিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা পাবলিক যেসব বিশেষণ শেখ হাসিনা, মুহিত ও আতিউর রহমানের প্রতি ছুড়ে দেন সেসব তারা স্বকর্ণে শুনলে লজ্জিত হবেন।

পদ্মা সেতু ও দুর্নীতি

সর্বোপরি ২০১১-তে স্টক এক্সচেঞ্জ ক্র্যাশের মতো আরেকটি ক্র্যাশের সম্ভাবনা আওয়ামী সরকারের মাথায় টাইম বোমা হয়ে ঝুলে ছিল। এটি হচ্ছে মালটি লেভেল মার্কেটিং বা এমএলএম ব্যবসা, বিদেশে যাকে বলা হয় পিরামিড মার্কেটিং ব্যবসা। প্রতারণামূলক যে কোনো ব্যবসা বন্ধ করার পাশাপাশি এমএলএম ব্যবসাকে আইনের আওতায় সরকার আনবে বলে জানা গেছে বছরের শেষ মাসে। কিন্তু একটি সূত্র জানিয়েছে দেশের একটি প্রধান এমএলএম কম্পানি পদ্মা সেতুতে অর্থায়নের প্রস্তাব দিয়েছে। বিনিময়ে তারা আইনের আওতার বাইরে থাকার গ্যারান্টি চেয়েছে। আর তাই এই প্রস্তাব পাওয়ার কারণেই শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় নিউ ইয়র্কে বলেছেন, পদ্মাতে একটি নয়, দুটি সেতু হবে।

www.pathagar.com

২০১১-তে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ বোধ হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পদ্মা সেতু নির্মাণে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থ সাহায্য প্রতিশ্রুতির প্রত্যাহারে। এর ফলে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমেছে এবং বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফোকাস পলিটিকাল এজেন্ডা

অনেকের মতে আওয়ামী সরকারের এই বিশাল ব্যর্থতার কারণ ক্ষমতা গ্রহণের পর তাদের ইলেকশন ম্যানিফেস্টো অনুসরণ না করে তারা ইকনমিক এজেন্ডার বদলে পলিটিকাল এজেন্ডা পূরণে ফোকাসড হয়েছে। প্রতিহিংসার রাজনীতিই হয়েছে মুখ্য – দেশের অর্থনীতি হয়েছে গৌণ। যেমন, শেখ মুজিবকে হত্যার অভিযোগে পাচ সেনা কর্মকর্তার ফাসি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, খালেদা জিয়াকে চল্লিশ বছরের আবাসস্থল থেকে বহিষ্কার, ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে তারই সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাংক থেকে বহিষ্কার, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল, ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে আওয়ামী সরকার সফল হয়েছে।

রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে ব্যস্ত থাকার ফলে অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ হয়েছে উপেক্ষিত। আওয়ামী সরকার ইকনমিক ক্ষেত্রে হয়েছে ব্যর্থ।

২৭ ডিসেম্বর ২০১১-তে আল জাজিরাতে প্রচারিত দি স্ট্রিম (The Stream) অনুষ্ঠানে লন্ডন প্রবাসী সাবেক পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফ বলেছেন তিনি পাকিস্তানে ফিরে নির্বাচনে অংশ নিতে চান এবং সেই নির্বাচনে জয়ী হলে প্রথমেই পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনর্গঠনে মনোযোগী হবেন।

বাংলাদেশের মানুষ ডিসেম্বর ২০০৮-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে সে রকমটাই আশা করেছিল আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো পড়ে।

কিন্তু...

www.pathagar.com

হতাশার কিছু নেই

এতক্ষণ যে বাস্তব ছবিটা তুলে ধরলাম সেটা কি খুব বেশি হতাশাব্যঞ্জক?

যদি এসব পড়ে ও জেনে এবং বাজার ও ব্যাংকে নিজে গিয়ে হতাশ হন তাহলে আপনি হয়তো বিএনপিপন্থী, জামায়াতপন্থী, রাজাকার, কিংবা যুদ্ধাপরাধী (আপনি টিনএজার হলেও!) রূপে বিবেচিত হবেন।

কারণ?

কারণ ২০ নভেম্বর ২০১১-তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'হতাশার কিছু নেই। বলা হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে হাহাকার চলছে, টাকা নেই। কিসের টাকা নেই? চালাতে পারলে ঠিকই চালানো যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময় দেশে কোনো রিজার্ভ মানি ছিল না। তখন কি দেশ চলেনি? রিজার্ভ মানি রাখা হয়, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে তিন মাসের জন্য খাদ্য আমদানি করা যায়। তাই যেহেতু আমাদের খাদ্য আছে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। মন্দার জন্য বিশ্ব এগিয়ে যেতে না পারলেও আমরা এগোচ্ছি।... যে ওয়াদা আমরা জনগণকে দিয়েছিলাম, তার অনেকাংশ পূরণ করেছি। ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে।... হতাশা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু হতাশার কিছু নেই।'

সরকারের ব্যাংক ঋণ নেয়া এবং ব্যাংকে লিকুইড মানির অভাব সম্পর্কে প্রচারণার বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'টাকা ধার করে সরকার ঘি খাচ্ছে না। জনগণের উন্নয়নে কাজ করছে।'

সুতরাং আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।

আপনি ভাবুন, আপনি নিরাপদে আছেন।

www.pathagar.com

আপনি সানন্দে স্লোগান দিতে পারেন, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় শেখ হাসিনা, জয় সজীব জয়।

তবে প্রধানমন্ত্রীর এসব পলিটিকাল প্রপাগান্ডার মধ্যে একটি ইকনমিক ট্রুথ থেকেই যাবে।

সেটা হলো বিল ক্লিনটনের সেই স্লোগান, ইটস দি ইকনমি, স্টুপিড।

প্রশ্ন হচ্ছে, আওয়ামী সরকারের মধ্যে কে বা কারা স্টুপিড?

২৮.১২.২০১১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যখন আইন আধিপত্য বিস্তার করতে চায়...

নিচের খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক *আমাদের সময়*-এ [১৮.০৬.১১] সিঙ্গল কলামে। রহমান জাহিদ পরিবেশিত খবরটির শিরোনাম ও সাইজ ছোট হলেও এর গুরুত্ব বর্তমান বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় অপরিসীম এবং ২০১১-তে বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও আইনের অপব্যবহার যে আক্ষরিক অর্থেই বহু নিচে নেমে গিয়েছে তারই প্রমাণ। খবরটি পড়ুন :

নিম্ন আদালতে পিয়নও কোটিপতি

ঢাকা জেলা জজ এবং মহানগর দায়রা জজ, সিএমএম ও চিফ জু-ডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ৫০ জনের বেশি সেরেস্তাদার, পেশকার, নাজির, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জারিকারক মুদ্রাক্ষরিক, জেনারেল রেকর্ড অফিসার (জিআরও) আছেন, যারা দুর্নীতির মাধ্যমে নামে-বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পদ গড়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোটিপতির এ তালিকা থেকে বাদ যাননি পিয়নরাও।

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, এসব কর্মচারি একই আদালতে অনেকে ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে কাজ করছেন। দীর্ঘ দিন একই আদালতে থাকায় তারা নিজেদের মধ্যে সিন্ডিকেট তৈরি করে লাগাতার দুর্নীতির সুযোগ করে নিয়েছেন। সূত্র আরো জানায়, আদালতগুলোর মধ্যে অর্থঋণ আদালত, ফৌজদারী আদালত ও সিভিল আদালতের কর্মচারীরা বেশি দুর্নীতি-পরায়ণ।

এসব কর্মচারি বিভিন্নভাবে বিচারকদের দুর্নীতি করতে উৎসাহিত করেন বলে সংশ্লিষ্টদের অভিমত। নিজেদের অবস্থান ঠিক রাখতে তারা উর্ধ্বতন নাজির ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মোটা অংকের টাকা মাসোহ-ারা দেন বলেও অভিযোগ আছে।

জানা গেছে, রাজধানীর মিরপুরের ১১ নম্বর সেকশনের 'এ' ব্লকের ৮ নাম্বার রোডের ১৯ নম্বর বিশাল বাড়িটি সিএমএম আদালতের সাবেক পিএ (বর্তমানে এও, মাদারীপুর চিফ জুডিশিয়াল আদালত) এম এ মালেকের প্রায় তিন কাঠা জমির ওপর দুই ইউনিটের ছয়তলা বিল্ডিংয়ের বাড়িটি তিনি করেছেন পাচ-ছয় বছর আগে। ২০০০ সালের দিকে জমিটি কিনেছেন বলে জানা গেছে। বাড়ির তিনতলায় তিনি নিজে থাকেন, অন্য তলার ফ্ল্যাটগুলো ভাড়া দিয়েছেন। বাড়ির সামনে তার আটটি দোকানও রয়েছে। বাড়ি এবং দোকান থেকে মাসে প্রায় দেড় লাখ টাকা ভাড়া পান বলেও সূত্র জানায়। শেয়ারবাজারেও বহু টাকা বিনিয়োগ করেছেন বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে মালেক জানান, ওই বাড়িতে তিনি থাকলেও বাড়িটি তার নিজের নয়, শাশুড়ির, যিনি ঢাকা মেডিকাল কলেজ হসপিটালের নার্স ছিলেন। হাউজিং থেকে জায়গা বরাদ্দ পেয়ে বাড়িটি করেছেন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের কথা অস্বীকার করেন তিনি।

একই আদালতের পেশকার বদি হোসেন। রাজধানীর মগবাজারের আমবাগানের ২৫৪/১ নয়াটোলার চারতলা বিল্ডিংটা তার। ওই বাড়িতেই তিনি থাকেন। নিউ মার্কেটের নিচতলায় ফারবী নামে একটি শাড়ির দোকান রয়েছে তার। আরেকটি দোকান আছে বসুন্ধরা গার্ডেন

www.pathagar.com

সিটিতে। এ ছাড়াও খুলনায় তার ব্যবসা রয়েছে বলে জানা গেছে।

পেশকার বদি হোসেনকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে বলেন – বাড়িটি তার পারিবারিক সূত্রে পাওয়া, দোকানগুলো তার বড় বোনের এবং খুলনায় তার কোনো ব্যবসা নেই। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি আরো বলেন, এ আদালতে অনেক বছর ধরে চাকরি করছেন এমন লোকজন কমই আছেন, যাদের বাড়ি নেই।

ঢাকার চতুর্থ সহকারী জজ আদালতের সেরেস্তাদার ফখরুল ইসলাম কাজলের রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর উত্তর রায়েরবাগে (দোতলা মসজিদ রোড) রয়েছে দুই ইউনিটের ছয়তলার ফ্ল্যাটবাড়ি। ওই রোডের ১৪ নাম্বার বাড়ির পাশেই এর অবস্থান। আশপাশের অন্যান্য বাড়ির হোল্ডিং নাম্বার থাকলেও তার বাড়ির কোনো হোল্ডিং নম্বর পাওয়া যায়নি। রাজধানীর শনির আখড়ার প্রধান সড়ক থেকে বা দিকে তাকালে বাড়িটি নজরে পড়বে। বাড়ি ছাড়াও নামে-বেনামে তার অনেক ভূসম্পত্তি রয়েছে বলেও সূত্র জানায়। অভিযোগ খন্ড করে ফখরুল ইসলাম কাজলও জানিয়েছেন, বাড়িটি তিনি পারিবারিক সূত্রে পেয়েছেন।

জেলা জজ আদালতের পেশকার রশিদ ভূঁইয়ার নারায়ণগঞ্জের তারাব পৌরসভার উত্তর রূপসিতে দুটি দোতলা বাড়ি রয়েছে। এ ছাড়া একই এলাকায় তার দেড় বিঘার ওপর একটি বাগানবাড়িও আছে তার। এছাড়াও নামে-বেনামে তার অনেক টাকার সম্পদ রয়েছে বলে সূত্র জানায়।

এ ব্যাপারে রশিদ ভূঁইয়া জানান, তার একটি মাত্র বাড়ি রয়েছে। বাড়িসহ অন্যান্য সম্পদ তার পারিবারিক সূত্রে পাওয়া। ঢাকায় কষ্ট করে তিনি ভাড়াবাড়িতে থাকেন।

এছাড়াও অর্থঋণ আদালতের সেরেস্তাদার আহাম্মদ আলী, সেরেস্তাদার মো. লোদী, পিয়ন কামাল, আলমগীর, সিএমএম আদালতের পেশকার রহিম নেয়াজ, পিয়ন মোফাজ্জেল, সফিক, ঢাকা

www.pathagar.com

মহানগর দায়রা জজ আদালতের পেশকার বজলুর রহমান, রাশেদ দেওয়ান, মোজাম্মেল হোসেন, হাসিবুর রহমান মাসুদ, জেলা জজ আদালতের দর্পণ নাজির সুবল সাহা রায়, বাকির হোসেন মৃধা, পরিবেশ আপিল আদালতের পেশকার সামসুজ্জামান, জারিকারক রহমান, ৭ নম্বর বিশেষ ট্রাইবুনালের পিয়ন নাইমুদ্দিন দুর্নীতির মাধ্যমে প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক হয়েছেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

অন্যদিকে, ঢাকা সিএমএম আদালতের জিআর শাখায় জিআরও দৌলত মুন্সী ও জিআরও সহকারীরাও ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছেন বলে জানা গেছে। এখানে দুর্নীতির মাত্রা এত বেশি যে, ১ থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে এসব পদে বদলি হয়ে আসতে হয়।

অনাস্থা ও অবিশ্বাসের গভীরতা

উপরোক্ত খবরের বিরুদ্ধে পরবর্তী সময়ে কোনো প্রতিবাদ চোখে পড়েনি। বস্তুত বিচার বিভাগে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ বহু যুগ ধরে আছে। ২০১১-তে এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ। ফলে ২০১১-র শেষে এসে বিচার ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষ হারিয়ে ফেলেছে আস্থা এবং বিদ্রোহী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মী-সমর্থকরা হারিয়ে ফেলেছে বিশ্বাস। ২০১১-তে বিশেষত উচ্চ আদালতের কয়েকটি রায়ে এই অনাস্থা ও অবিশ্বাস গভীরতর হয়েছে।

ইংল্যান্ডে নভেম্বর ১৯৯৭-এ বিচারক হিলার বি জোবেল (Hiller B. Zobel) একটি মামলার রায়ে মার্ডারের দায়ে অভিযুক্ত লুইস উডওয়ার্ডকে ম্যানস্লটারের জন্য দায়ী করে তার দণ্ড কমিয়ে দেয়ার সময়ে বলেছিলেন,

Judges must follow their oaths and do their duty, heedless of editorials, letters, telegrams, threats, petitions, panellists and talk shows.

www.pathagar.com

(যে শপথ বিচারকরা নিয়েছেন সেটা অবশ্যই তাদের মেনে চলতে হবে এবং তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। এই শপথ মেনে চলা ও কর্তব্য পালনে তাদের উপেক্ষা করতে হবে পত্রিকার সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, হুমকি, আবেদনপত্র ও টিভি টক শোর অতিথিদের মতামতের চাপ)।

ওই সময়ে বিচারপতি জোবেলের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল তিনি যেন উডওয়ার্ডের দণ্ড কমিয়ে দেন। কিন্তু বিচারক জোবেল সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন নি। তার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও নৈতিকতা তিনি অনুসরণ করেন। মেনে চলেন বিচারক পদে নিযুক্তির সময়ে তার শপথ। এবং পালন করেন তার কর্তব্য।

বিচারক জোবেলের মতোই বৃটেনে বহু বিচারক এভাবে যুগে যুগে কাজ করেছেন এবং মিডিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে রায় দিয়েছেন। তাই বৃটেনের বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে অটুট।

কিন্তু বাংলাদেশে এর প্রায় বিপরীত অবস্থা এখন বিরাজ করছে। বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বিচারপতি, বিচারক থেকে শুরু করে উপরোক্ত খবর অনুযায়ী পিয়ন পর্যন্ত এই সত্যটা জানেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ওই পিয়নটির মতোই বিচার ব্যবস্থার অবমূল্যায়নে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। আবার অনেকেই এর বাইরে থেকেছেন – কিন্তু তারা জানেন তাদের পরিমণ্ডলে কি ঘটছে।

একটি হনুমানই যথেষ্ট

প্রয়াত আইনজীবী ও গণতন্ত্রকামী যোদ্ধা সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ [১৯৩২-২০০৩] আশির দশকের এক সন্ধ্যায় একটি উর্দু ছড়া আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন!

www.pathagar.com

এক হি উল্লু কাফি হ্যায়
গুলিস্তান বরবাদ করনে মে!
যবকে হর শাখ মে উল্লু বৈঠে হ্যায়
তো সোচো আনজামে গুলিস্তান কা
ক্যায়া হাল হোগা?

এর বাংলা মানে তিনি বলেছিলেন, একটি ফুলবাগান নষ্ট করার জন্য একটি উল্লুক (এক ধরনের হনুমান)-ই যথেষ্ট। এখন যদি গাছের প্রতিটি ডালে একটি করে উল্লুক বসে থাকে, তাহলে অনুমান করো পরিণামে সেই ফুলবাগানটির কি দুর্দশা হবে!

ইশতিয়াক আহমেদ এই ছড়াটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বলতেন। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে মাস্টার্স ডিগ্রি করা এবং লিংকন্স ইন থেকে ব্যারিস্টার হওয়া ইশতিয়াক ছিলেন খুবই সফল আইনজীবী। শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের সময়ে এডিশনাল এটর্নি জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই সেই সরকারি পদ ছেড়ে দিয়ে তিনি তার স্বাধীন পেশায় ফিরে গিয়েছিলেন। আশির দশকে জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি জেলে গিয়েছিলেন। এরশাদ কর্তৃক দুইবার নিষিদ্ধ ঘোষিত সাপ্তাহিক যায়যায়দিনের পক্ষে আইনি যুদ্ধ করে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের পথ খুলে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সম্পর্কে ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাশীল এবং গর্বিত। কিন্তু তিনি অনুমান করতে পারেননি কালক্রমে তারই গর্বের প্রতিষ্ঠানটি এমন দুর্দশায় পড়বে। যদি অনুমান করতে পারতেন, তাহলে তিনি উল্লুর পরিবর্তে পিয়ন এবং গুলিস্তানের পরিবর্তে বিচার ব্যবস্থা শব্দগুলো ব্যবহার করতেন।

এসব কথা যখন লিখছি তখন আমি সচেতন যে একটু অসতর্ক হলেই আমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার সমন জারি হয়ে যেতে পারে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে ইতিপূর্বে। ১২.১১.১৯৯৫-এ সাপ্তাহিক *যায়যায়দিন*-এ "ইঙ্গিতের আদালত" শীর্ষক সম্পাদকীয়টির

www.pathagar.com

জন্য আমার বিরুদ্ধে সুয়োমটো মামলার সমন জারি করা হয়েছিল। ওই মামলার সূচনায় আমার পক্ষে বলেছিলেন ড. কামাল হোসেন এবং পরিসমাপ্তিতে বলেছিলেন ইশতিয়াক আহমেদ। তারা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে আদালত অবমাননার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। বরং আদালতের মানমর্যাদা যেন অক্ষুণ্ন থাকে সেটাই ছিল ওই সম্পাদকীয়টির উদ্দেশ্য। আদালত আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এমনকি আদালত তার রায়ে বলেছিলেন আমি জেন্টলম্যান। বলা যায় সেই অর্থে আমিই বাংলাদেশে একমাত্র সার্টিফায়েড জেন্টলম্যান!

আজ ষোল বছর পর যখন অভিযোগ উঠছে বিচার বিভাগের কিছু কর্মচারী দুর্নীতিগ্রস্ত এবং কিছু বিচারক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ব্যবস্থা বিষয়ে কিছু লেখা ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও আমি সেই একই কারণে লিখছি। অর্থাৎ আদালতের মানমর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই লিখছি। তবে সতর্কতা হিসেবে আমি এই লেখায় মূলত ২০১১-তে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার উদ্ধৃতি দেব তারিখ সহ। এতে এই লেখার মান হয়তো কিছুটা কমবে। আশা করি পাঠকরা সেটা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

সূর্য চন্দ্র উপাখ্যান

২০১১-তে বিচারব্যবস্থায় সূর্যের মতো ছিলেন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক। সঙ্গত কারণেই তাকে কেন্দ্র করে ঘুরেছে গোটা বিচার ব্যবস্থা। আর অপ্রত্যাশিত কারণে তাকে কেন্দ্র করে ঘুরেছে দেশের গোটা রাজনৈতিক সেটআপ। খায়রুল হক অবসর নিলেও তার দেয়া বিভিন্ন রায়ের তেজ আগামীতে বহাল থাকবে – অন্তত পক্ষে আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায় না নেয়া পর্যন্ত।

প্রধান বিচারপতি হিসেবে খায়রুল হক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ শপথ নিয়েছিলেন। তিনি রিটায়ার করেন ১৮ মে ২০১১-এ। এরপর বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেন প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। ১১ মে রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ করেন। এর এক দিন পর জ্যেষ্ঠ

www.pathagar.com

বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মো: মোমিনুর রহমান পদত্যাগ করেন। ১৮ মে বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেন প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

যদি বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় হন তাহলে বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী তুলনীয় হতে পারেন চন্দ্রের সঙ্গে। তার রায়, টক শো এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত বাংলাদেশের রাজনীতি ও সামাজিক জীবনকে পূর্ণিমার চাদের মতোই আলোকিত করেছে।

কীর্তিমান খায়রুল হক

প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের পরপরই এ বি এম খায়রুল হক (সংক্ষেপে খায়রুল হক) যে কয়েকটি ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তখনই বোঝা যায় আইন ও রাজনৈতিক দিগন্তে নতুন সূর্য উদিত হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী এবং ত্রয়োদশ সংশোধনী বিষয়ে প্রণীত মামলার রায় দিয়ে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশের মধ্য গগনে বিরাজ করতে থাকেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫-এ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির বদলে রাতারাতি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান হন রাষ্ট্রপতি। ওই সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় গণতন্ত্রের বদলে দেশে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। সব দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (সংক্ষেপে বাকশাল) নামে একটি মাত্র দল গঠন করা হয়। আরো বলা হয় সকল সংসদ সদস্যকে বাধ্যতামূলকভাবে বাকশালের সদস্য হতে হবে। কেউ সদস্য না হলে তার আসন শূন্য হবে এবং জাতীয় দলের প্রার্থী না হলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে এবং জাতীয় দলের প্রার্থী না হলে তিনি রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

www.pathagar.com

১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ একটি সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। অভ্যুত্থান ও পাল্টা-অভ্যুত্থানের পরিণতিতে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এ জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন। তার আমলে ৫ এপ্রিল ১৯৭৯-তে সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র আবার চালু হয়।

এরপর মার্চ ১৯৯৬-এ খালেদা জিয়ার আমলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীটি যুক্ত হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। এরপর জুন ১৯৯৬, অক্টোবর ২০০১ এবং ডিসেম্বর ২০০৮-এর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে।

বিচারপতি খায়রুল হকের দেয়া পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কিত তার রায়ের আলোকে পঞ্চদশ সংশোধনীতে যেসব পরিবর্তন আনা হয় তার অন্যতম ছিল :

১. আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস, এই বাক্যটি বাদ দেয়া হয়।

২. আওয়ামী লীগ ঘোষিত সংবিধানের আদি চারটি মূলনীতি ফিরিয়ে আনা হয়। এই চারটি মূলনীতি হচ্ছে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

৩. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা বদলে দেয়া হয়। বাঙালি ও বাংলাদেশী উভয় শব্দই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক হয় (*বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবে*)।

৪. গণভোটের পদ্ধতি বাতিল করা হয়।

৫. শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে

www.pathagar.com

অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়।

৬. মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করার অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়।

৭. সংশোধিত সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ বিষয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, এই মর্মে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা হয়।

দ্বিমুখী রায় ও বর্তমান ইসু

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী সম্পর্কে খায়রুল হক দ্বিমুখী রায় দেন। এক দিকে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের রায় দেন। একই সাথে আগামী দুটি সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে বলে রায় দেন।

খায়রুল হকের রায়ের কয়েকটি অনুচ্ছেদ কখনোই যে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না সে সম্পর্কে তর্কের ঝড় বয়ে যায় রাজনৈতিক মহলে। জনগণের নির্বাচিত সংসদ প্রতিনিধিরা সরকার নিযুক্ত বিচারপতিদের অধীনস্থ কি না সেই প্রশ্ন তখন ওঠে। সংসদ বড়, নাকি আদালত বড় – এই প্রশ্নে তোলপাড় হতে থাকে রাজনৈতিক ও আদালত অঙ্গন। আইন বিশেষজ্ঞরা বলেন, কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ বাদে যে কোনো আইন, বিধি ও বিধান সর্বসময়েই চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে বিশেষত সেই চ্যালেঞ্জ যদি করা হয় সময়ের চাহিদা মেটানোর জন্য।

এসব তর্কের ঝড়ে খায়রুল হক নির্বিকার ও নির্বাক থাকেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন ইসুই হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন দলের সঙ্গে তার (রাষ্ট্রপতির) সংলাপ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন-কেন্দ্রিক করার উপদেশ দিয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

আলোচিত শামসুদ্দিন চৌধুরী

খায়রুল হকের পাশাপাশি বছর জুড়ে বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী (ডাক নাম মানিক, সংক্ষেপে শামসুদ্দিন চৌধুরী) এবং আদালত রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রে থেকেছেন।

১০ নভেম্বর ১৯৮৬-তে সংসদে গৃহীত সংবিধানে সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ তার ক্ষমতা কালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিয়েছিলেন। এই সময় সামরিক আদালতে শাস্তি-সংক্রান্ত একটি মামলায় শামসুদ্দিন চৌধুরী সংশোধনীটি বাতিলের রায় দেন। অর্থাৎ, জেনারেল এরশাদ যে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন সেটা বলা হয়।

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীর আরেকটি আলোচিত রায় ছিল লে. কর্নেল তাহেরের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড প্রসঙ্গে। শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাই কোর্ট বেঞ্চ ২২ মার্চ ২০১১-তে একটি রায়ে বলেন, ১৪ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনাল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেকটর কমান্ডার লে. কর্নেলের যে গোপন বিচার করেছিলেন সেটা ছিল অবৈধ ও বেআইনি। রায়ে বলা হয়, 'তাহেরসহ অন্যদের বিচার ছিল লোক দেখানো ও প্রহসনের নাটক। এটা কোনো বিচার হয়নি। তাই বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল গঠন, বিচারপ্রক্রিয়া ও সাজা ছিল অবৈধ! বিচার ও সাজা বাতিল করা হলো।'

ওই বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনাল ১৭ জুলাই ১৯৭৬-এ লে. কর্নেল তাহেরকে ফাসির রায় দিয়েছিল। ২১ জুলাই ১৯৭৬ এই রায় কার্যকর করা হয়।

প্রায় ৩৫ বছর পরে ২০১১-তে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করেন জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ অন্যরা। আদালতে উপস্থিত ছিলেন লে. কর্নেল তাহেরের স্ত্রী লুৎফা তাহের, তাহেরের ছোটভাই প্রফেসর আনোয়ার হোসেন এবং তাহেরের ছেলে আবু কায়সার। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিদেশী সাংবাদিক ও লেখক লরেন্স লিফশুলজ।

www.pathagar.com

দেশপ্রেমিক ও সংবিধান সচেতন

আগস্ট ২০১১-তে শামসুদ্দিন চৌধুরী আলোচিত হন মুফতি ফজলুল হক আমিনী (ইসলামি ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান)-র মামলায়। আওয়ামী লীগ সংশোধিত সংবিধান 'ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেয়া হবে' – এ ধরনের বক্তব্য দেয়ার অভিযোগে ২০ জুলাই ২০১১-তে বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের বেঞ্চ আমিনীকে তলব করেছিলেন। ওই আদেশ অনুযায়ী ২ আগস্ট ২০১১-তে আমিনী আদালতে উপস্থিত হয়ে হাজিরা থেকে অব্যাহতি চান। এই সময়ে এই হাই কোর্ট বেঞ্চ বলেন, বিরোধীদলীয় নেত্রীও একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। তখন সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গ এ মামলায় আনা ঠিক হবে না।

তবে আদেশের সময় আদালত বলেন, যদি তিনি সত্যিই এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি অপরাধ করেছেন। তার দেশপ্রেম প্রশ্নবিদ্ধ। কোনো দেশপ্রেমিক ব্যক্তি এ ধরনের কথা বলতে পারেন না। আমরা সতর্ক করে দিচ্ছি, এ ধরনের বক্তব্য ভবিষ্যতে কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না।

একই সাথে মুফতি আমিনীকে হাজিরা থেকে অব্যাহতি না দিয়ে তার বিরুদ্ধে জারি করা রুলের শুনানির জন্য ১৭ আগস্ট দিন ঠিক করার কথা জানান আদালত।

হাজিরা থেকে মুফতি আমিনীর অব্যাহতির আবেদন আদেশে হাই কোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ বলেছেন, আমরা খুবই স্পর্শকাতর একটি সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে কাজ করছি। যদি কোনো ব্যক্তি সংবিধান ছুড়ে ফেলে দেয়ার কথা বলে থাকেন তবে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন। তার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কোনো দেশ্রপ্রেমিক ব্যক্তি এ ধরনের কথা বলতে পারেন না। যারা এ ধরনের

www.pathagar.com

কথা বলেন তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না। তাদের বিশ্বাস অন্য কিছুতে। সার্বভৌমত্বের প্রতীক হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলা মানে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে ছুড়ে ফেলা।

অপ্রাসঙ্গিকতায় ক্ষুব্ধ আইনজীবীরা

নিঃসন্দেহে বেঞ্চ নিজেকে দেশপ্রেমিক ও সংবিধান বিশ্বাসী করে প্রতিষ্ঠিত করলেও অতি অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার দেশপ্রেমকে প্রশ্নবিদ্ধ করায় আদালত প্রাঙ্গণে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর পরিণামে বারো আইনজীবীকে আদালতের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়।

ইতিমধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। অন্যতম ক্ষুব্ধ আইনজীবী এম ইউ আহমদকে পুলিশ মধ্য রাতে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। পুলিশি হেফাজতে থাকাকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে স্কয়ার হসপিটালে ট্রান্সফার করা হয় এবং সেখানে তিনি মারা যান। সেই শেষ মুহূর্তে এম ইউ আহমদকে দেখতে স্কয়ার হসপিটালে গিয়েছিলেন এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। তাকে দেখে রুষ্ট জনতা এগিয়ে আসে। মাহবুবে আলম হসপিটাল থেকে পালিয়ে যান। এই ঘটনাটি এটর্নি জেনারেলের পদকে অবমূল্যায়িত করেছে বলে মনে করা হয়।

তির্যক মন্তব্যপ্রিয়

বিচারপতি শাসুদ্দিন চৌধুরী আলোচিত হয়েছেন বিচারকালে কিছু তির্যক মন্তব্য করায়। যেমন, আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত বিশিষ্ট কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদের বিচার কালে তার মন্তব্য ছিল, "হরিদাস পাল... কিসের লেখক?... সাধারণ জ্ঞান নেই... অসভ্য!"

www.pathagar.com

আরেক বিশিষ্ট কলামিস্ট ও সাবেক সচিব আসাফ উদ্দৌলাহ্-ও যখন আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হন, তখন তারও (আসাফ্ উদ্দৌলাহ্)-র অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না।

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চে আদালত অবমাননার দায়ে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) আবদুল মান্নানকে উপস্থিত হতে হয় ২৯.০৯.২০১১-তে।

নদী থেকে বালু উত্তোলনের জন্য বিআইডব্লিউটিএ থেকে অনুমতি নিয়ে একটি প্রাইভেট কম্পানি কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কাছে ইজারার টাকা জমা দিতে গেলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। ইজারাদার আনোয়ারুল হক এ নিয়ে হাই কোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। হাই কোর্ট ইজারার টাকা জমা নিতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেন। হাই কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও জেলা প্রশাসক ইজারার টাকা নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে তাকে আদালতে হাজির হওয়ার নোটিশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি নোটিশ পেয়েও আদালতে হাজির হননি। এরপর হাই কোর্ট থেকে আবার নোটিশ দেয়া হয়।

আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ইজারার টাকা জমা নেয়ার শর্তে আব্দুল মান্নান অবশেষে আদালত অবমাননার মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তাকে দুই ঘণ্টা কাঠগড়ায় দাড়িয়ে থাকতে হয়।

আপগ্রেডিংয়ের ঘটনা

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী কয়েক বছর আগে ফার্মগেটে একজন ট্রাফিক পুলিশের তাৎক্ষণিক বিচার করেছিলেন। ২০১১-তে তিনি এই ধরনের আরেকটি ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন।

২৮ নভেম্বর ২০১১-তে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট ৩৮৪-তে শামসুদ্দিন চৌধুরী সিঙ্গাপুরে যাচ্ছিলেন। তিনি ইকনমি ক্লাসের যাত্রী

www.pathagar.com

ছিলেন। তাকে বিজনেস ক্লাসে আপগ্রেড করতে বিমানের ক্যাবিন ক্রু-রা এবং ওই ফ্লাইটের পাইলট ক্যাপটেন এনাম অস্বীকার করেন। গ্রাউন্ড কনট্রোলে যোগাযোগের পর বিচারপতিকে বিজনেস ক্লাসে আপগ্রেড করা হয়। কিন্তু এ ঘটনার পরিণতিতে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করা হয় এবং বাংলাদেশ বিমান ও সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষকে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়। সবশেষে ক্যাপটেন এনাম ও ক্যাবিন ক্রুদের আদালতে হাজির হয়ে ক্ষমা চাইতে হয়। এছাড়া তাদের ব্যক্তিগত খরচে সাতটি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

টক শোতে বিচারপতি
জিয়াউর রহমানের নামই শোনেন নি

২০১১-তে বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী সমালোচিত হয়েছেন কয়েক আইন বিশেষজ্ঞ দ্বারা। নিচে পড়ুন দৈনিক *আমার দেশ* [০৭.১০.১১]-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্ট :

শামসুদ্দিন চৌধুরীর লন্ডনে টিভি টকশোতে অংশ নেয়াকে নজির-বিহীন হিসেবে উল্লেখ করে খ্যাতিমান আইন বিশেষজ্ঞ ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা বলেছেন, এটা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। এতে বিচারকদের ব্যাপারে বিচারপ্রার্থীদের মনে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হবে। খ্যাতিমান আইনজ্ঞ ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আই-নজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারকের জন্য একটি আচরণবিধি রয়েছে। এটি সংবিধানের ৯৬ (৪)(১) অনুচ্ছেদের আলোকে প্রণীত এবং ২০০০ সালের ৭ মে থেকে তা কার্যকর রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারকের জন্য এ আচরণবিধি মেনে চলা আবশ্যক। আচরণবিধির পটভূমিতে উল্লেখ রয়েছে, 'বিচারপতিরা অনুরাগ-বিরাগের ঊর্ধ্বে সংবিধান ও সংবিধান অনুযায়ী প্রণীত আইনের দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করার শপথ গ্রহণ করেন। আইন অনুযায়ী

www.pathagar.com

বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের শপথ নেন বিচারপতিরা। বিচারপতিরা নিজেদের বিচারকসুলভ আচরণ দিয়ে বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। একজন বিচারক আইনের মাধ্যমে বিচার করে নিজের মর্যাদা ও বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার বিষয়টি মানুষের কাছে নিশ্চিত করবেন। আচরণবিধির তৃতীয় অনুচ্ছেদের ১ নং উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের মাধ্যমে বিচারকরা পেশাদারিত্ব ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনার উর্ধ্বে থাকবেন।' একই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ ৩-এ বলা হয়েছে, 'মামলার বাদি, আইনজীবী এবং অন্যান্য ব্যক্তি, যাদের সঙ্গে বিচারক দাফতরিক দায়িত্ব পালনজনিত সম্পর্ক বজায় রাখছেন, তাদের প্রতি ধৈর্যশীল, মর্যাদাপূর্ণ, সশ্রদ্ধ এবং ভদ্র আচরণ করবেন।'

ব্যারিস্টার রফিক-উল হক আরো বলেন, আচরণবিধির ৬ নং অনুচ্ছেদের ১ নং উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'একজন বিচারক কোনো অবস্থাতেই প্রকাশ্য বিতর্কে জড়াবেন না এবং রাজনৈতিক বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মতামত ব্যক্ত করবেন না কিংবা বিচারাধীন কোনো বিষয়ে মন্তব্য করবেন না।' ১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'একজন বিচারক দেশে কিংবা বিদেশে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন না'। তিনি বলেন, বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী প্রকাশ্যে টিভি টক শোতে অংশ নিয়ে বিচারাধীন মামলাসহ অন্যান্য বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন ও বক্তব্য দিয়েছেন তাতে এটা মনে করা স্বাভাবিক, তিনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। নজিরবিহীন এ ঘটনা বিচারপ্রার্থীসহ সাধারণ জনগণের মনে বিচারক ও বিচার বিভাগের মর্যাদা বিষয়ে প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাবে। তিনি বলেন, বিচারকদের পেশা আর অন্যান্য পেশা এক পর্যায়ের নয়। বিচারকদের শুধু বিচারপ্রার্থীরাই নয়, দেশের সব শ্রেণী পেশার মানুষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে থাকেন। বিচারকদের দৃষ্টিতে শ্রেণী-পেশা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান। সবার কাছে

www.pathagar.com

বিচারকদের এ সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা এবং বিচার বিভাগকে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার আচরণবিধি মেনে চলতে হয়।

সিনিয়র আইনজীবী এবং সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেছেন, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী লন্ডনে টিভি টক শোতে যে বক্তব্য দিয়েছেন তার পুরো রেকর্ড আমি দেখেছি। সেখানে তিনি শুধু আওয়ামী লীগ হিসেবেই নয়, অতিমাত্রায় দলবাজ আওয়ামী লীগার হিসেবেও নিজেকে তুলে ধরেছেন। উপস্থাপকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি (বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী) বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তিনি জিয়াউর রহমানের নামই শোনেননি। আমার প্রশ্ন হলো– বিচারপতি শামসুদ্দিন একজন সেক্টর কমান্ডারের নামই শোনেননি, অথচ তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেকে দাবি করছেন কোন যুক্তিতে? খন্দকার মাহবুব হোসেন আরো বলেন, রাজনীতি করার খায়েশ থাকলে বিচারপতি শামসুদ্দিনের উচিত পদ ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে প্রকাশ্যে যোগদান করা। বিচারকের পদে থেকে বিচার বিভাগ ও বিচারকদের মর্যাদা কলুষিত করার এখতিয়ার তার নেই। তিনি যা করছেন সেটা শুধু আচরণবিধি লঙ্ঘনই নয়, বিচার বিভাগের মর্যাদাও ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছেন। আমি আশা করছি, প্রধান বিচারপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শ করে অবিলম্বে তার বিষয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেন, এর আগেও তিনি মুফতি আমিনীর মামলায় অপ্রাসঙ্গিক বিএনপি চেয়ারপারসনের নাম অন্তর্ভুক্ত করে তার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদেশ দিয়েছেন। অথচ এ ধরনের রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট আদেশ না দেয়ার জন্য আদালতে উপস্থিত সব মতের আইনজীবী তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীর কর্মকাণ্ড ও আচরণ সবই রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক। একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুগত থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে তার পক্ষে শপথ অনুযায়ী ন্যায়বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না।

www.pathagar.com

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক বলেছেন, হাই কোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরীর টিভি টক শোর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর নিয়ে এখন আইন অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা চলছে। এ বিষয়ে আমি যতটুকু জেনেছি তাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে, এ ধরনের ঘটনা এটিই প্রথম। হাই কোর্টের কোনো সিটিং বিচারপতিকে সরাসরি টিভি টক শোতে অংশ নিয়ে দেশের রাজনৈতিক ও সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য দেয়ার ঘটনা আগে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। হয়তো এ কারণেই বিষয়টি নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। একজন সিটিং বিচারপতির পক্ষে এমন অনুষ্ঠানে এ ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে কথা না বলার পক্ষের যুক্তিগুলোই শক্তিশালী। বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে বিচারপতিদের মন্তব্য করা একেবারেই অনুচিত। কেননা একটা সময় এ ধরনের ঘটনার বিচারের ভার ওই বিচারপতির ওপরই বর্তাতে পারে। যেমন ধরুন, অ্যাডভোকেট এম ইউ আহমেদের মৃত্যু নিয়ে বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মন্তব্য করেছেন। তার এ মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার স্ত্রী মামলা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, পুলিশি নির্যাতনেই তার মৃত্যু হয়েছে। মামলাটি এখনো বিচারাধীন। এখন এ মামলার বিচার যদি বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীর আদালতেই আসে তাহলে বাদির পক্ষে তার ওপর আস্থা রাখার কোনো যুক্তি নেই। বাদি তার ওপর অনাস্থা প্রকাশ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। এতে বিচার বিভাগের ওপর বিচারপ্রার্থীদের মনে ক্রমান্বয়ে আস্থাহীনতার সৃষ্টি হবে– এটা কারও কাম্য হতে পারে না। আমি মনে করি, মাননীয় বিচারকদের এসব বিষয় মেনে চলা উচিত।

চিকিৎসার জন্য লাখ টাকা

সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক এবং বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী উভয়েই ২০১১-তে সমালোচিত হয়েছেন আরেকটি কারণে।

www.pathagar.com

দৈনিক *আমাদের সময়* [০৪.০৬.১১]সহ বিভিন্ন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, চার প্রধান বিচারপতিসহ ২২ বিচারপতি আড়াই বছরে চিকিৎসা বিল পেয়েছেন সোয়া দুই কোটি টাকা। এদের মধ্যে খায়রুল হক ২০০৯ ও ২০১০ সালে দুই দফায় ১,১৬৮,৮২০ টাকা পেয়েছেন। আর শামসুদ্দিন চৌধুরী ২০০৯ ও ২০১০ সালে দুই দফায় ১,৮১২,৫১৪ টাকা পেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে দৈনিক *আমার দেশ* (১২.০৯.১১) একটি রিপোর্টে বলা হয় :

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে দেয়া খয়রাতির ১০ লাখ টাকা ফেরত নেয়ার দাবি জানিয়েছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। একই সঙ্গে বিচারপতি খায়রুল হকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছেন ফোরামের নেতারা।

গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে আইনজীবী ফোরামের নেতারা বিচারপতি খায়রুল হকের বিচারের বিষয়ে কয়েক দফা দাবি পেশ করে বলেন, দেশের দুস্থ, অসহায় ও দুঃখী মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের খয়রাতি টাকা বরাদ্দ হয়ে থাকে। বিচারপতি খায়রুল হক দুস্থ ও অসহায় মানুষদের সেই ত্রাণের টাকা নিজের নামে বরাদ্দ নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। এই কাজ করে তিনি উচ্চ আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন ও দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রকৃত দুস্থদের ত্রাণের টাকা সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে দুস্থ ও গরিব দেখিয়ে আইন বহির্ভূতভাবে বরাদ্দ দিয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনকে এ ঘটনার তদন্ত ও অনুসন্ধান শেষে মামলা দায়ের করতে হবে।

একই প্রসঙ্গে দৈনিক *নয়া দিগন্ত* (১২.০৯.১১)-র একটি রিপোর্টে বলা হয় :

দুস্থ ও অনাহারী মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল। কোনো

www.pathagar.com

সচ্ছল ব্যক্তি এই তহবিলের টাকা নিতে পারেন না। এতে বলা হয়, বিচার প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সাবেক ডিজি বিচারপতি বদরুজ্জামান তার চিকিৎসার জন্য একবার আইন মন্ত্রণালয়ে অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ করেন। কিন্তু তাকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে টাকা নেয়ার প্রস্তাব দিলে বিচারপতি বদরুজ্জামান তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আইনমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এবং এটর্নি জেনারেলসহ সরকার সমর্থক আইনজীবীরা বিচারপতিদের চিকিৎসা ব্যয় নিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিচ্ছেন। তারা অন্য ২৭ জন বিচারপতির তালিকা দিয়ে বলছেন তারাও চিকিৎসার জন্য সরকারি তহবিল থেকে টাকা নিয়েছেন। অথচ ওই বিচারপতিরা সরকারের কাছ থেকে চিকিৎসা বিল নিয়েছেন, যা আইনসম্মত। তবে বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক আইন বহির্ভূতভাবে তাকে গরিব ও দুস্থ দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে টাকা নিয়েছেন। এ জন্য জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া, বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ত্রাণের টাকার বিনিময়ে রায় দিয়েছেন, মর্মে বক্তব্য দিয়ে জনগণের সন্দেহ ও দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেন, ২০০৮ সালে সিডর বিধ্বস্ত এলাকার জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও কর্মচারীরা এক দিনের বেতন তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে জমা দেন। তিনি বলেন, ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্স অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক ছিলেন দেশের পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। তার মতো ভিভিআইপি ব্যক্তি কোনোভাবেই ত্রাণ তহবিল থেকে টাকা নিতে পারেন না। তার টাকা নেয়াকে ফৌজদারি অপরাধ বলেও অভিহিত করেন তিনি। আইন বহির্ভূতভাবে বিচারপতি খায়রুল হককে গরিব ও দুস্থ দেখিয়ে ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের টাকা দেয়া আত্মসাতের শামিল উল্লেখ করে বিষয়টি তদন্তের দাবি জানান ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া। প্রধানমন্ত্রী ও বিচারপতি খায়রুল হকের বিরুদ্ধে মামলা করতে দুদকের

www.pathagar.com

প্রতি দাবি জানান তিনি।

ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, মঞ্জুরি খাত থেকে টাকা নেয়ার বিষয়ে বেগম জিয়া কোনো কথা বলেননি। তিনি ত্রাণ তহবিল থেকে টাকা নেয়ার বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম ইউ আহমেদের নিহত হওয়ার ঘটনা ভিন্ন খাতে নেয়ার জন্য মন্ত্রী-অ্যাটর্নি জেনারেলসহ অন্যরা বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। দুদক স্বাধীন হওয়ায় পুরো বিষয়টি তদন্ত ও মামলা করা হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন ব্যারিস্টার রফিক-উল হকও। দৈনিক *যুগান্তর* (১২.০৯.১১)-এ প্রকাশিত রিপোর্ট দেখুন :

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের টাকা নেয়ার কড়া সমালোচনা করেছেন ব্যারিস্টার রফিক-উল হক। বিচারপতিদের টাকা নেয়াকে সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ওয়ান-ইলেভেনের কড়া সমালোচনাকারী সাবেক এই এটর্নি জেনারেল বলেছেন, বলতেও লজ্জা লাগে, সুপ্রিম কোর্টের অধিকাংশ বিচারপতিই টাকা নিয়েছেন। আইনজীবী হিসেবে আমি কল্পনাই করতে পারি না কিভাবে বিচারপতিরা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে টাকা নেন! তাদের টাকা নেয়াটা আমার কাছে বিস্ময়কর, অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয়। এভাবে টাকা নিলে বিচারপতিদের সম্পর্কে জনগণের মাঝে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে।

রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে বিভিন্ন সময়ে সাহসী ভূমিকা ও বক্তব্যের জন্য আলোচিত এই আইনজীবী বলেন, বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া 'খায়রুল হক ঘুষ নিয়ে রায় দিয়েছেন' বলে মন্তব্য করেছেন। সাধারণ লোক হলেও তাই বলত। খালেদা জিয়ার বক্তব্যে আদালত অবমাননা হয়েছে কি না জানতে চাওয়া হলে ব্যারিস্টার হক বলেন, আমার মনে হয় না যে আদালত অবমাননা হয়েছে। কারণ, খায়রুল

www.pathagar.com

হক এখন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি (রিটায়ার্ড জাজ) তা ছাড়া টাকা নিলে জনগণ তো বলতেই পারে। এতে আদালত অবমাননা হবে না। হলেও কতটা হয়েছে তা বিচার্য বিষয়।

সম্মান সচেতন বিচারপতি

দেশপ্রেম কনশাস (conscious), সংবিধান কনশাস, হেলথ কনশাস ও প্রটোকল কনশাস বিচারপতিদের সম্পর্কে খবর এখানেই শেষ হয়নি। দৈনিক *মানবজমিন* [০৮.১২.১১]-এ প্রকাশিত রিপোর্ট দেখুন :

৫ই জুলাই কলকাতায় গিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ। সেদিন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে হাজির হননি কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক। ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্স অনুযায়ী কোনো প্রটোকলও দেয়া হয়নি তাকে। একই দিনে কলকাতা সফরে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর দুই উপদেষ্টা মশিউর রহমান ও ড. গওহর রিজভী। সেদিন দুই উপদেষ্টাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কলকাতা মিশনের কর্মকর্তারা। ব্যস্ততা এবং প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায় বিচারপতিকে প্রটোকল দিতে পারেননি তারা। এ ঘটনায় জারি করা একটি রুলের শুনানিতে উঠে এসেছে এ তথ্য। হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল হাজির হয়েছিলেন কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান ও প্রথম সেক্রেটারি আনোয়ারুল ইসলাম। তাদের এ বক্তব্যেই উঠে আসে এ তথ্য। তবে তাদের এ বক্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন হাই কোর্ট। সতর্কও করে দেয়া হয়েছে তাদের। ভবিষ্যৎ বিচারপতিরা যেসব দেশেই যান না কেন সেখানে আইন অনুযায়ী প্রাপ্য প্রটোকল যেন তাদের দেয়া হয়– এ ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারির জন্য পররাষ্ট্র সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন হাই কোর্ট। সাধারণ নাগরিকদের আইন অনুযায়ী দেখভাল করার জন্যও বলা হয়েছে। বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী এবং বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিমের হাই কোর্ট বেঞ্চ গতকাল এ

www.pathagar.com

নির্দেশ দেন। নির্দেশ পালনের ব্যাপারে অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ৫ই জানুয়ারির মধ্যে দাখিল করতেও পররাষ্ট্র সচিবকে বলা হয়েছে। কলকাতায় নিযুক্ত দুই কূটনীতিক গতকাল দুপুরে আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এবং অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল এম কে রহমান। রিট আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। হাই কোর্ট শুরুতেই দুই কর্মকর্তার কাছে জানতে চান, একজন সচিব অথবা অতিরিক্ত সচিব গেলেও আপনারা দৌড়ে যান। অথচ সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতিকে কেন আপনারা রাস্তায় ফেলে দিলেন? তাকে কেন কোনো প্রটোকল দিলেন না? এ সময় দুই কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর দুই উপদেষ্টার সফর ও লোকবল সঙ্কটের কথা বলেন। এ সময় আদালত অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এবারের মতো আপনাদের ক্ষমা করা হলো। ভবিষ্যতে কোনো ক্ষমা করা হবে না। আপিল বিভাগের বিচারপতিকে প্রটোকল না দেয়ার ঘটনায় গত জুলাই মাসে মনজিল মোরসেদসহ তিন আইনজীবী হাই কোর্টে রিট আবেদন দায়ের করেছিলেন। সে সময় হাইকোর্ট রুল জারি করেছিলেন। একই সঙ্গে দুই কর্মকর্তাকেও তলব করেছিলেন।

বিচারপতিদের উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ দেয়া উচিত

খুব ছোটবেলায় জহর গাঙ্গুলি অভিনীত একটি হিট মুভি *জজ সাহেবের নাতনি*-র কথা মনে পড়ছে। ওই সময়ে জাজদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি, খ্যাতি ও সম্মানের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে আমার বড়মামীর পিতা কলকাতা হাই কোর্টের চিফ জাস্টিস স্যার সৈয়দ নাসিম আলীকে পার্ক সার্কাসে তার বাড়িতে কয়েকবার দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আমি বিশ্বাস করি বাইরের জগৎ থেকে বিচারপতিদের ইনসুলেটেড রাখার জন্য তাদের ভালো বেতন, বাড়ি, গাড়ি এবং উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। বাংলাদেশে এ্যাপোলো-ইউনাইটেড-

www.pathagar.com

স্কয়ার হসপিটালের যুগ সূচিত হয়েছে। বিদেশে সিংগাপুরে আছে মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটাল, যেখানে অনেকেই যেতে চান। বিচারপতিরাও এসব ব্যয়বহুল হসপিটালে যেতে চাইতে পারেন এবং সেটাই সঙ্গত।

তবে...

তবে তার জন্য তাদের সত্যই দেশপ্রেমিক ও ন্যায়বিচারক হতে হবে। ন্যায়বিচার বা জাস্টিস কনশাস হতে হবে এবং অবশ্যই রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের বাইরে থাকতে হবে। নতুবা এই ধরনের ভাতাকে অনৈতিক বলতে পারেন ব্যারিস্টার রফিক-উল হক প্রমুখ।

সাধারণ মানুষের ধারণা বা পারসেপশনে ন্যায়বিচার কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে, লন্ডনের প্রভাবশালী সাপ্তাহিক *দি ইকনমিস্ট* লেখে- "বাংলাদেশের আদালতগুলো যেভাবে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠেছে তাতে সাহসী বিচারপতি ছাড়া ড. ইউনূস ন্যায়বিচার নাও পেতে পারেন।'

দি ইকনমিস্টের এই আশংকা সত্যে পরিণত হয়। ৮ মার্চ ২০১১-তে বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ও বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ তিন দিন শুনানি শেষে দুটি রিট আবেদন খারিজ করে দেন। ফলে ড. ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে অপসারিত হন।

আন্তর্জাতিক কিভাবে?

বছর জুড়ে যুদ্ধাপরাধী বিচার সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিচার করছে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল। যদিও বিচারকদের মধ্যে কোনো বিদেশি নাগরিক নেই, তবুও এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শব্দটির প্রয়োগ জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এই লেখাটির সময়ে এই

www.pathagar.com

ট্রাইবুনাল ধর্মপ্রচারক জামায়াতের নেতা দেলাওয়ার হোসেইন সাঈদী-র বিচার করছেন, দেখা গেছে এই মামলার ছয় সাক্ষীর মধ্যে চারজন ছিল চুরির মামলার আসামি। দুইজন আদালতে স্বীকার করেছেন তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি– কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট নিয়েছেন।

সাঈদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি ভানু সাহা নামে জনৈক মহিলাকে নিয়মিত ধর্ষণ করেছেন। ভানু সাহা বর্তমানে ইন-ডিয়াতে আছেন কিন্তু ঠিকানা জানা যায়নি। অন্তত এটা জানা গেছে ভানু সাহার বাড়িতে থাকা মোসলেম মাওলানা নামে শান্তি কমিটির সদস্য যিনি এখন স্থানীয় ওলামা লীগ (আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন)-এর সভাপতি।

এসব জানাজানির ফলে যুদ্ধাপরপাধের ন্যায় এবং আওয়ামী প্রভাব বহির্ভূত বিচার হচ্ছে কি না সে বিষয়ে মানুষের সন্দেহ হচ্ছে।

আশার বাণী

বিচার বিভাগ, বিচার ব্যবস্থা, বিচারপতি ও বিচারকদের সম্পর্কে মানুষের যখন নেতিবাচক ধারণা বা পারসেপশন, তখন আশার বাণী শুনিয়েছেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন। পড়ুন দৈনিক *মানবজমিন* (২৬.১২.১১)-র রিপোর্ট :

প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন বলেছেন, একজন বিচারকের প্রধান গুণ ও যোগ্যতা হলো সততা। চেষ্টা করলে কেউ আইন শিখতে পারে। কিন্তু সততা না থাকলে সে জ্ঞানপাপী দিয়ে কি হবে? বাংলাদেশ মহিলা জজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গতকাল তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধান বিচারপতি আরো বলেন, বিচারকদের নিজের পাশাপাশি নিজের আদালত ও তার পরিবেশকেও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে জনগণের ঘামের অর্থে আমাদের বেতন দেয়া হচ্ছে। তাই নিষ্ঠার সঙ্গে জনগণকে ন্যায়বিচার ও সর্বোচ্চ সেবা দিতে হবে।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন, কাউকে খুশি করার জন্য জাজমেন্ট দেয়া যাবে না। (*আমাদের সময়* ২৬.১২.১১)

কাকে খুশি করা হয়?

প্রশ্ন উঠতে পারে, কাকে খুশি করার জন্য জাজমেন্ট দেয়া হয়?

উত্তরটা পাঠক নিজেরাই তৈরি করুন নিচের সংবাদটি থেকে :

এক. বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পৌনে ৩ বছরে হাইকোর্ট বিভাগে ৫১ জন বিচারপতি নিয়োগ দিয়েছে। ৬ দফায় সরকার এই নিয়োগ দিয়েছে। প্রতিটি নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পেয়েছে দলীয় বিবেচনা।

আরো ৫ জন বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে। প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত হলে বর্তমান সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৬ জনে। পৌনে ৩ বছরে এত সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ দেয়ার রেকর্ড অতীতে নেই। এত অল্প সময়ে ৫১ জন বিচারপতি নিয়োগ দিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে সরকার। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রেও জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনে এই সরকার রেকর্ড করেছে। এর আগে কখনো ৫০ জনকে ডিঙিয়ে আপিল বিভাগে কোনো নিয়োগ দেয়া হয়নি। বর্তমান সরকার ৫০ জনের জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে দুইজনকে আপিল বিভাগে নিয়োগ দিয়েছে। অপর দিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ৫ বছরে ৪০ জন বিচারপতি নিয়োগ দিয়েছিল। তখন প্রতিবার নিয়োগের পর আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগের অভিযোগে তুমুল আন্দোলন করেছেন। (*আমার দেশ* ৬.১০.১১)

দুই. ২০১১-র শেষ মাসে হাই কোর্টের আরেকটি নির্দেশনা বহুল আলোচিত হয়েছে ইনডিয়ান মুভি প্রতিরোধে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়া হলেও হাই কোর্টের নির্দেশে সেটা প্রত্যাহার করে নেন মুভি

www.pathagar.com

শিল্পী, নির্মাতা ও কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র একতা পরিষদ। ২৩ ডিসেম্বরে ঢাকায় মুক্তি পায় ইনডিয়ান মুভি 'জোর'।

টমাস জেফারসনের আপ্ত বাক্য

রাজনৈতিক নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে মুভি নির্মাতা-কর্মী, এয়ার-লাইন পাইলট-ক্রু থেকে শুরু করে নিউজপেপার কলামিস্টরাসহ সর্বস্তরের মানুষ যখন দিশাহারা হয়ে পড়ছে তখন তারা কি করতে পারে?

উত্তর এক : প্রধান বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেনের আশ্বাস বাস্তবায়নের জন্য দুঃসহ প্রতীক্ষা।

উত্তর দুই : আমেরিকান ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম স্লোন কফিন বলেন, No man ever has the right to break the law; but... on occasion every man has the duty to break the law- when the law begins to dominate rather than serve men.

(কোন মানুষেরই আইন ভাঙার অধিকার নেই... কিন্তু কিছু সময়ে আইন ভাঙাটা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হয়ে দাড়ায়... সেই সময়টা হচ্ছে যখন আইন মানুষকে সেবার পরিবর্তে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়)।

আরো সোজাভাবে আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের বাণী মনে করা যেতে পারে, When injustice becomes law, resistance becomes duty. যখন অবিচার হয় আইন, তখন প্রতিরোধ হয় কর্তব্য।

২৯.১২.১১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইনডিয়ান আধিপত্য মজবুত করার বছর

আমেরিকার প্রভাবশালী ম্যাগাজিন টাইম, ১৯২৭ থেকে প্রতি বছরের শেষে কোনো ব্যক্তি (পুরুষ, নারী অথবা একাধিক পুরুষ-নারী) এবং কোনো আইডিয়া বা চিন্তাধারাকে Man of the Year (ম্যান অফ দি ইয়ার) রূপে নির্বাচিত করে আসছে। পরবর্তী সময়ে টাইম, ম্যান শব্দটির বদলে Person of the year (পার্সন অফ দি ইয়ার) নির্বাচিত করে আসছে।

টাইম সম্পাদকমণ্ডলীর মতে যে ব্যক্তি অথবা যে চিন্তাধারা বিদায়ী বছরের ঘটনাবলীকে সবচেয়ে বেশি ভালো অথবা মন্দভাবে প্রভাবিত করেছেন তাকেই তারা ম্যান অথবা পার্সন অফ দি ইয়ার নির্বাচিত করেন। টাইম বলেছে, এই নির্বাচনের মূল ভিত্তি হলো বিদায়ী বছরের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী।

টাইম ম্যাগাজিনে পার্সন অফ দি ইয়ার কে নির্বাচিত তা নিয়ে নভেম্বর থেকে বিশ্ব জুড়ে চলতে থাকে প্রচুর জল্পনা কল্পনা। ১৯২৭ থেকে তাদের নির্বাচিত ম্যান অথবা পার্সন অফ দি ইয়ারের লিস্ট

www.pathagar.com

পড়লে অনেক ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস জানা যায়। যেমন :

আমেরিকান পাইলট চার্লস লিন্ডবার্গ ১৯২৭-তে এই সম্মানটির প্রথম প্রাপক ছিলেন। এখন পর্যন্ত তিনিই এই সম্মানের সর্বকনিষ্ঠ প্রাপক। ম্যান অফ দি ইয়ার নির্বাচিত হবার সময়ে তার বয়স ছিল পচিশ।

ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড যে তালাকপ্রাপ্তা নারী মিসেস ওয়ারফিল্ড সিমসনকে বিয়ে করার জন্য সিংহাসন ছেড়ে দেন তিনি ছিলেন ১৯৩৬-এ এই সম্মানের প্রথম নারী প্রাপক।

১৯২৮-এ নাৎসি জার্মানির নেতা এডলফ হিটলার এই সম্মান পেয়েছিলেন। তখন টাইম এ জন্য সমালোচিত হয়। সমালোচকরা প্রশ্ন করেছিল কেন হিটলারকে সম্মানিত করা হলো? টাইমের উত্তর ছিল, বর্ণবাদী ও যুদ্ধবাজ হলেও হিটলার সেই বছরে বিশ্ব ঘটনাবলীর ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন। তাই তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

১৯৮২-তে কমপিউটার ছিল এই সম্মানের প্রাপক। সেই প্রথম কোনো বস্তু এই সম্মানের প্রাপক হয়।

অনেকেই দুইবার এই সম্মানের প্রাপক হলেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাংকলিন ডিলানো রুজভেল্ট একমাত্র ব্যক্তি যিনি সম্মানটি তিনবার পেয়েছিলেন (১৯৩২, ১৯৩৪ ও ১৯৪১)।

কয়েকটি বছরে একাধিক ব্যক্তি এই সম্মানের প্রাপক হন। যেমন, আমেরিকান ফাইটিং ম্যান (১৯৫০), দি হাংগেরিয়ান ফ্রিডম ফাইটার (১৯৫৬), ইউএস সায়েন্টিস্টস (১৯৬০), টোয়েন্টি-ফাইভ অ্যান্ড আন্ডার (১৯৬৬), দি মিডল আমেরিকানের (১৯৬৮) এবং আমেরিকান উইমেন (১৯৭৫)।

২০১১-র পার্সন অফ দি ইয়ার মনোনীত হয়েছে দি প্রটেস্টার (The Protester)। আরব বিশ্বে স্বৈরশাসকদের থেকে শুরু করে

www.pathagar.com

গৃসের রাজধানী এথেন্সে গৃক অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে এবং নিউ ইয়র্কে ওয়াল স্ট্রটে ব্যাংকার্সদের থেকে শুরু করে মস্কোতে প্রধানমন্ত্রী পুটিন ও তার সাজানো নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীসহ সারা বিশ্ব জুড়ে ২০১১-তে যারা প্রতিবাদ জানিয়েছে তাদের এই সম্মান দিয়েছে টাইম।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এখন পর্যন্ত এই সম্মান কোনো বাংলাদেশি পায় নি। তবে জীবিত বাংলাদেশিদের মধ্যে খালেদা জিয়াকে নিয়ে কভার স্টোরি করেছিল টাইম এপৃল ২০০৬-এ। শেখ হাসিনাকে নিয়ে কোনো কভার স্টোরি টাইম করেনি। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির লক্ষ্যে শেখ হাসিনার পক্ষে যেমন লবিইং চলেছে, টাইমের কভার স্টোরি তাকে নিয়ে করার জন্য তেমন কোনো লবিইং চলছে কিনা সেটা জানা যায়নি।

বাংলাদেশে ২০১১-র জন্য এই ধরনের একটি সম্মান প্রাপক কে বা কারা হতে পারেন? কিভাবে আপনি ২০১১-কে চিহ্নিত করবেন?

২০১১ ছিল কিসের বছর?

আওয়ামী সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক মিসম্যানেজমেন্টের বছর?

আওয়ামী সরকার কর্তৃক দলীয় স্বার্থ সিদ্ধিতে বিচার বিভাগকে ব্যবহারের বছর?

বিরোধী দলগুলোর রোড মার্চসহ বিভিন্ন প্রতিবাদের বছর?

অথবা

বাংলাদেশে ইনডিয়ান আধিপত্য মজবুত করার বছর?

ইনডিয়ান আধিপত্য মজবুত করার বছর

জানি না টাইম সম্পাদকমণ্ডলী কি রায় দিতেন। তবে আমার বিশ্বাস

www.pathagar.com

বাংলাদেশের অধিকাংশ সচেতন মানুষ রায় দেবেন ২০১১ ছিল ইন-ডিয়ান আধিপত্য মজবুত করার বছর।

কারণ, আওয়ামী সরকারের বিদায় ঘটলে নতুন সরকার হয়তো ভালো ইকনমিক ম্যানেজমেন্ট দিতে পারবে। আওয়ামী সরকারের বিদায় ঘটলে নতুন সরকার হয়তো বিচার বিভাগকে সৎ ও সুস্থ করতে পারবে ও সেই উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করতে পারবে।

কিন্তু ২০১১-তে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ইনডিয়ার ট্রানজিট সুবিধা এবং ইনডিয়াতে ঘোষিত টিপাইমুখ বাধ প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব থেকে সহজে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্ত হতে পারবে না।

আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন দেশ বিক্রি হয় নি, দেশ বিক্রি করা যায় না। তারা ঠিকই বলছেন। আসলে, দেশ বিনা মূল্যে দেয়া হয়েছে এবং এভাবে দেশ যে দেয়া যায় তার প্রমাণ বহন করছে ২০১১-তে ঘটে যাওয়া নিচের ঘটনাগুলো।

ট্রানজিট নিয়ে মিথ্যাচার

এক. আশুগঞ্জ পর্যন্ত জলপথে ইনডিয়ান মালামাল আগেই আসছিল। জানুয়ারি ২০১০-এ নতুন দিল্লিতে শেখ হাসিনা যে ৫০ দফা চুক্তি করে এসেছিলেন তার ভিত্তিতে ২০১১-তে শুরু হয় আশুগঞ্জ থেকে আখাউড়া পর্যন্ত স্থলপথে ইনডিয়াকে ট্রানজিট সুবিধা দান। সেপ্টেম্বর ২০১১-র প্রথম সপ্তাহে ইনডিয়ান প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফর পর্যন্ত আওয়ামী মন্ত্রী ও নেতারা উচু স্বরে দাবি করে আসছিলেন বাংলাদেশ কোনো ট্রানজিট ফ্যাসিলিটি ইনডিয়াকে দেয়নি। তারা এটাও বলছিলেন তিস্তার পানি পেলে তার বিনিময়ে ট্রানজিট দেয়া হবে। এই প্রস্তাবের প্রচারকবৃন্দ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছেন। বস্তুত মনমোহন সিং আসার আগেই স্থল ট্রানজিট ফ্যাসিলিটি দেয়া হয়ে গিয়েছিল। আমি নিজে সেপ্টেম্বর মাসে আশুগঞ্জ-আখাউড়া গিয়ে এই ভয়াবহ সত্যটা উপলব্ধি করি এবং

www.pathagar.com

দৈনিক নয়া দিগন্তে এ বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট করি নেড়িকুকুরের মাধ্যমে। থ্যাংক ইউ নেড়িকুকুর।

আমি ছবিসহ পাঠকদের জানাতে পারি আশুগঞ্জ থেকে আখাউড়া স্থলপথে অন্তত:পক্ষে ষোলটি কালভার্টের পাশে বালি ও সিমেন্টের বস্তা ফেলে পানি প্রবাহ বন্ধ করা হয়েছে এবং সেখান দিয়ে ১৩০ চাকা বিশিষ্ট ইনডিয়ান আর্টিকুলেটেড ট্রাক অতিকায় সাইজের কার্গো নিয়ে গিয়েছে ত্রিপুরায় নির্মিতব্য পালাটানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়াতে তিতাস নদীর দু'টি অংশে একইভাবে ট্রাক চলাচল করলেও এক পর্যায়ে তিতাস প্রতিরোধ করে। ইনডিয়ান ট্রাকের সম্মুখ অংশ তিতাসে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন ইনডিয়ানরা প্রায় ৬০-টি অতিকায় কার্গো বাংলাদেশে রেখে দিতে বাধ্য হয়। ট্রানজিট সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। এই কার্গো ইনডিয়াকে অবশ্যই নিতে হবে ত্রিপুরাতে। নইলে ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সম্ভব হবে না। ধারণা করা হচ্ছে এই শীতে যখন তিতাস ক্ষীণস্রোতা হয়ে যাবে তখন এসব কার্গো নিয়ে যাওয়া হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার ফলে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ কি পেয়েছে?

উত্তর, কিছুই না। নট এ সিংগল ডলার।

সিপিডি-র ইকনমিস্ট রেহমান সোবহান বলেছিলেন, ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ সিংগাপুর হয়ে যাবে (২১.০১.২০০৯)। তার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে।

কিন্তু রেহমান সোবহান লজ্জিত নন। অনুতপ্ত নন।

বরং আজ (৩০.১২.২০১১) সকালে সিপিডি, প্রথম আলো, দি ডেইলি স্টার ও আইন সালিশ কেন্দ্র আয়োজিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে রেহমান সোবহান ইংরেজিতে যে দীর্ঘ (প্রায় ৭,০০০ শব্দ বিশিষ্ট) কি-নোট ভাষণ দিয়েছেন তাতে ইনডিয়া সম্পর্কে তিনি নিজেকে অতি অল্প কথা ও অস্পষ্টতার

www.pathagar.com

আড়ালে রেখেছেন। তিনি মাত্র ১২০টি শব্দে ইনডিয়া-বাংলাদেশ বিষয়ে তার বক্তব্য রেখেছেন :

India is not only one of our major trading partners but is also an upper riparian to Bangladesh as the source of 58 of our principal rivers. Given Bangladesh's India-centric geography, our increasing economic links and the extraordinary economic opportunities becoming available to Bangladesh now that India has, after all these years, finally provided us with duty free access for our exports, we need to develop a strategic vision for defining our relations with India. This relationship is too important to be kept hostage to the shifting sands of our party politics. Designing such a strategy demands a process of public consultation and would eventually need to be backed by all political parties so that India-Bangladesh relations are addressed as a national rather than a party issue.

(ইনডিয়া শুধু যে আমাদের প্রধান ট্রেডিং পার্টনারদের অন্যতম, তা নয়। বাংলাদেশে প্রবাহিত ৫৮ নদীর পানির উৎস মুখেও তাদের অবস্থান। বাংলাদেশের ভূগোল ইনডিয়া কেন্দ্রিক। ইনডিয়ার সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সংযোগ বাড়ছে। এখন আরো সুযোগ বাংলাদেশের বাড়ছে। কারণ, এত বছর পরে ইনডিয়া আমাদের রফতানিকে বিনা শুল্কের সুবিধা দিয়েছে। তাই আমাদের প্রয়োজন, ইনডিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটি স্ট্র্যাটেজিক ভিশন বা সুদূরপ্রসারী কৌশলী পরিকল্পনা। পরিবর্তনশীল দলীয় রাজনীতিতে এই দুই দেশের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। এই দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ডিজাইন করতে হলে পাবলিকের সঙ্গে

www.pathagar.com

আলোচনা করতে হবে এবং পরিশেষে সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন পেতে হবে। ইনডিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ককে দলীয় ইসুর ভিত্তিতে নয়, একটি রাজনৈতিক ইসু রূপে বিবেচনা করতে হবে।)

রেহমান সোবহানের অসম্পূর্ণ তথ্য

লক্ষ্য করুন, রেহমান সোবহান ফৃ ট্রানজিট ফ্যাসিলিটি, তিস্তার পানি শেয়ার, ফারাক্কায় প্রতিশ্রুত পানি, টিপাইমুখে বাধের বিপদ সম্ভাবনা, এসব কিছুই বলেননি। তিনি ইনডিয়াতে বিনা শুল্কে বাংলাদেশের রফতানি সুবিধা দেয়ার কথা বলেছেন। তবে বাংলাদেশের কোন রফতানি সেটা তিনি বলেন নি। এ বিষয়ে পড়ুন সাপ্তাহিক বুধবার (১৪.০৯.১১)-এ এমএম মুসা-র রিপোর্টের প্রথম অংশ :

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঢাকা সফরে এসে ৪৬ ধরনের পণ্যকে বিনা শুল্কে ভারতে প্রবেশাধিকারের একটি সম্মতিপত্র স্বাক্ষর করেছেন। কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপের আশ্বাস দেয়া হলেও রফতানিকারক সংগঠনের তরফ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে, নির্ধারিত শুল্ক ছাড়াও ইনডিয়া বাংলাদেশী পণ্য সে দেশের বাজারে প্রবেশ ঠেকাতে বিভিন্ন ধরনের অনির্ধারিত শুল্ক আরোপ করে থাকে। ইনডিয়াতে সাধারণত বেসিক ডিউটি বা নির্ধারিত শুল্ক ৯ থেকে ১৫ শতাংশ। তবে এর সঙ্গে যোগ করা হয় ৫ থেকে ৭ ভাগ সম্পূরক শুল্ক, ১৫ থেকে ২০ ভাগ কাউন্টারভেলিং ডিউটি, ৯ থেকে ১৫ ভাগ স্পেশাল কাউন্টারভেলিং ডিউটি, ১ শতাংশ এডুকেশন ডিউটি এবং ১ শতাংশ অবকাঠামো শুল্ক। সাধারণত তৈরি পোশাক, পাটজাতপণ্য, জামদানি শাড়ি, ইলিশ, সুপারি, নিটওয়্যারসহ বাংলাদেশের প্রচলিত পণ্যের ওপর এসব শুল্ক আরোপ করে ইনডিয়া।

www.pathagar.com

পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে জানা যায়, ইনডিয়া সরকার শতভাগ কটন গার্মেন্টস পণ্যের ওপর কাউন্টারভেলিং ডিউটি বাড়িয়েছে। আগে এ শুল্ক ৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ আদায় হতো, এখন আদায় হচ্ছে ১১ দশমিক ৮ শতাংশ। কৃত্রিম সুতায় তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে আগে ১১ দশমিক ৮ শতাংশ শুল্ক নেয়া হতো, এখন তা বাড়িয়ে আদায় হচ্ছে সাড়ে ১৯ শতাংশ। জানা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রী লঙ্কা, পাকিস্তান, ভুটান, মালদ্বীপ ও নেপালের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য প্রবেশে অশুল্ক বাধা তেমন নেই। তবে ইনডিয়াতে রফতানির বেলায় রয়েছে হাজারো বাধা। এমনকি ব্যবসায়ীরা ইনডিয়াতে ভিসা পেতেও অনেক সময় সমস্যায় পড়ছেন। অভিযোগ রয়েছে, এক দিকে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার আশ্বাস, আর অন্য দিকে পণ্য প্রবেশে বাধা- এ দ্বৈতনীতিই অনুসরণ করছে ইনডিয়া।

বাংলাদেশে ভারতের পণ্য রফতানিতে বিভিন্ন সুবিধা বিদ্যমান থাকায় প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইনডিয়ান পণ্যের আধিপত্য বিরাজ করছে। চাল, ডাল, চিনি, পেয়াজ, কৃষি বীজ, আদা, রসুন, শিল্পের কাচামাল থেকে শুরু করে সব পণ্যই আসছে ইনডিয়া থেকে। উপায়ও তেমন নেই। তবে যত সহজে এসব পণ্য আমদানি হয়ে থাকে, বাংলাদেশ থেকে তত সহজে কোনো পণ্যই রফতানির কোনো সুযোগ নেই ইনডিয়াতে। এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় মুক্তবাণিজ্য চুক্তি বা সাফটাও কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

ইনডিয়া ২০৮৬টি পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশে

সার্ক সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি এবং আমদানি তালিকার শীর্ষে রয়েছে। বাংলাদেশের রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, ইনডিয়া বাংলাদেশে প্রায় ২,০৮৬টি পণ্য রফতানি করতে পারলেও বাংলাদেশ কেবল ১৬৮ ধরনের পণ্য রফতানি করতে পারে ইনডিয়াতে। সাফটার অধীনে ভারত শিল্প সংরক্ষণের

www.pathagar.com

অজুহাত তুলে বাংলাদেশের প্রায় ৭৫০ পণ্য সে দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে রেখেছে। পরে এ তালিকা নামিয়ে ৪৫০ করার ঘোষণা দেয় ইনডিয়া। কিন্তু যেসব পণ্য প্রবেশে ছাড় দেয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর ৯৮ শতাংশই উৎপাদন করে না বাংলাদেশ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান বলেছেন, ইনডিয়া যে ৪৬ ধরনের পণ্যকে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সম্মতি দিয়েছে এর কার্যকারিতা নির্ভর করছে অশুল্ক বাধা দূরীকরণের ওপর। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা ভালো নয়। বাংলাদেশের রফতানি বাড়বে, না কমবে তার সবই নির্ভর করছে ইনডিয়ার ওপর। যত দ্রুত ইনডিয়া তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করবে, ততই বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের কাজে আসবে। যে সদিচ্ছা দেখিয়েছে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক ড. জায়েদ বখত বলেন, ইনডিয়াতে রফতানি তালিকায় পণ্য বাড়লে তা অবশ্যই আমাদের জন্য ইতিবাচক হবে। কিন্তু ইনডিয়ার আমলাতন্ত্র আমদানির ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল।

ইনডিয়ান ক্যাপিটালিজমের গুনগ্রাহী

ইনডিয়ার সাম্প্রতিক ডিগবাজির পর রেহমান সোবহান বাধ্য হয়েছেন ইনডিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্কে তার বক্তব্য মাত্র ১২০টি শব্দে সীমিত রাখতে। তবে তাকে অনুরোধ করবো ইনডিয়াতে রফতানিকামী অন্তত চারটি প্রতিষ্ঠান, রহিমআফরোজ, অটবি, কেয়া ও শরিফ মেলামাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিন বাস্তবতাটা কি।

রাশিয়ান সোশালিজমের সাবেক ভক্ত এবং বর্তমান ইনডিয়ান ক্যাপিটালিজমের গুণগ্রাহী রেহমান সোবহান তার ওই ভাষণে

www.pathagar.com

বলেছেন, ইনডিয়া এখন একটি গ্লোবাল ইকনমিক পাওয়ার রূপে আবির্ভূত হয়েছে। আমদানিকারকদের কাছে ইনডিয়ান বাজারের দাম এখন প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলার। ধারণা করা হচ্ছে আগামী বিশ বছরে, চায়না ও আমেরিকার পরই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ইকনমি হবে ইনডিয়া। অর্থনৈতিকভাবে সকল প্রধান শক্তিশালী দেশগুলো ইনডিয়ার পেছনে ছুটছে। আগামী ৫০ বছরের মধ্যে গ্লোবাল ইকনমিতে ইনডিয়া হবে একটি প্রধান খেলোয়াড়। তাই পূর্ব এশিয়ান প্রতিবেশীরা ইনডিয়ার মেজর পার্টনার হতে ইচ্ছুক।

তার এসব উক্তি সঠিক। কিন্তু এটাও সঠিক যে, ইনডিয়া মানে এখানে বুঝতে হবে ইনডিয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা। তাদের বিশাল ক্যাপিটাল হবে বাংলাদেশের ক্যাপিটালিজমের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশ নামে এই ভূখণ্ডে ১৯৪৭-এ স্থানীয় অধিবাসীদের মালিকানাধীন মাত্র দশ বারোটি ইনডাস্ট্রিয়াল ইউনিট ছিল (হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস, কেরু ডিস্টিলারি, সাধনা ঔষধালয়, শক্তি ঔষধালয়, ঢাকেশ্বরী কটন মিলস, মোহিনী কটন মিলস, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস ইত্যাদি। বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজ সম্পদ পাট হওয়া সত্ত্বেও একটিও জুট মিল এই ভূখণ্ডে ছিল না। বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) প্রথম জুট মিল হয় ১৯৪৮-এ, নাম দৌলতপুর জুট মিলস।

এখন বাংলাদেশ যে গার্মেন্ট ও তার ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প, অ্যাগ্রোফুড শিল্প, সিরামিকস-টাইলস শিল্প, শিপ ব্রেকিং শিপ বিলডিং প্রভৃতি শিল্পে অভ্যস্ত হচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে? এসব শিল্প-ব্যবসার টপ ম্যানেজমেন্টে ভবিষ্যতে কোন দেশের মানুষ থাকবে? আর কোন দেশের মানুষ লোয়ার লেভেলে থাকবে? পশ্চিম বঙ্গের মার্জিন্যালাইজড বাঙালিদের (হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই) দিকে তাকিয়ে দেখলেই উত্তরটা পেয়ে যাবেন।

ইনডিয়ান গার্মেন্ট শিল্পপতিরা আনুষ্ঠানিকভাবে ইতিমধ্যে তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছেন ইনডিয়ান সরকারের কাছে। রেহমান

www.pathagar.com

সোবহান বলেননি পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে যে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছেন তিনি বলেছেন শুধু বর্ষার মওসুমে তিস্তার পানি বাংলাদেশকে দেয়া যেতে পারে।

রেহমান সোবহান ও তার পৃষ্ঠপোষক সিপিডি-প্রথম আলো-স্টার- আইন সালিশ কেন্দ্র, এই চক্র যা-ই বলুন না কেন, বাংলাদেশের স্থায়ী সমস্যা হচ্ছে- আশুগঞ্জ-আখাউড়াতে পরিবেশ পরিবর্তিত ও বিপন্ন করা হয়েছে এবং ইনডিয়া যে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরসহ আরো ট্রানজিট ফ্যাসিলিটি চেয়েছে সেই দিকে শেখ হাসিনার কৃতজ্ঞ সরকার এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি পারবে এই নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে?

যে অশুভ চক্রটি দিনের পর দিন মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারবে কি নতুন প্রজন্ম?

হঠাৎ প্লাবন আশংকা

দুই. ইনডিয়ান সরকার একক সিদ্ধান্তে টিপাইমুখ বাধ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। যেহেতু এই বাধটি উচু ভূমিতে অবস্থিত হবে সেহেতু ইনডিয়ার পূর্বাঞ্চলের কোনো আঞ্চলিক সহিংসতায় (যেটা বহু বছর ধরে চলছে) অথবা কোনো বড় ভূমিকম্প হলে সিলেটসহ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল হঠাৎ প্লাবিত হয়ে যেতে পারে। ইনডিয়ান সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানাজানির পরে আওয়ামী সরকারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইনডিয়া-বান্ধব দুই উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী ও ড. মশিউর রহমান ছুটে যান দিল্লিতে। তারা হয়তো চেষ্টা করেছিলেন ইনডিয়াকে নিরস্ত করতে। কিন্তু কোনো লাভ হয় নি।

তিন. বাংলাদেশ হাই কোর্টের অনুকূল রায়ে বছরের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় ইনডিয়ান মুভি "জোর" রিলিজড হয়েছে। কিছু দৈনিক পত্রিকা রিপোর্ট করেছে ওই মুভি দেখতে বেশি দর্শক আসেনি।

www.pathagar.com

অনেকের ধারণা ইনডিয়ান মুভি ব্যবসায়ীরা একটা কৌশল করেছেন। তারা ইচ্ছা করেই এখানে প্রথমে একটা দুর্বল মুভি রিলিজ করেছেন। এই ধরনের মুভি সয়ে এলে পরে শোলে, দেবদাস, ডন, থ্রি ইডিয়টস জাতীয় হিট মুভি বাংলাদেশে দেখানো হবে।

চার. ২০১১-তে বাংলাদেশের অগ্রণী প্রাইভেট এয়ারলাইন জিএমজি চলে গিয়েছে ইনডিয়ান মালিকানায়। জিএমজির উচু পদে শুধু ইনডিয়ানরাই এখন বিচরণ করছে। জিএমজির সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে আমার দেশ (২৭.১২.১১)-এ কাদের গনি চৌধুরীর রিপোর্টের কিছু অংশ পড়ুন :

বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থা জিএমজি এয়ারলাইন্সে 'ই-নশাল্লাহ' ও ভ্রমণের দোয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, 'ই-নশাল্লাহ' বলায় সিনিয়র এক এয়ার হস্টেসের চাকরি যায় যায় অবস্থা। ওই এয়ার হস্টেসকে এর জন্য শো কজ করা হয়েছে। লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়ে তিনি চাকরিচ্যুতি থেকে আপাতত রক্ষা পেয়েছেন। অন্যদেরও চিঠি দিয়ে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন জিএমজির ইনডিয়ান কর্মকর্তা এডওয়ার্ড একলেসটন। এ দিকে 'ই-নশাল্লাহ' ও ভ্রমণের দোয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় বাংলাদেশী যাত্রীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

জিএমজি এয়ারলাইন্সের একটি সূত্র জানায়, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে, জিএমজির সব ফ্লাইটে 'ইনশাল্লাহ' এবং ভ্রমণের দোয়া 'বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বিলা গাফুরুর রাহিম' পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়। এর আগে অন্যান্য এয়ারলাইন্সের মতো জিএমজির ফ্লাইট যাত্রা শুরু এবং ল্যান্ড করার আগে ভ্রমণের দোয়া ও ইনশাল্লাহ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা যাত্রা শুরু করছি' এসব ঘোষণা থাকত। কিন্তু একচেটিয়া ইনডিয়ান কর্মকর্তা নিয়োগের পর আল্লাহর নামে যাত্রা শুরু করার ঘোষণা নিষিদ্ধ করার মতো ধৃষ্টতা দেখালো জিএমজি। ফলে শুধু যাত্রীই নয়, তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে জিএমজির বাংলাদেশী অফিসারদের মধ্যেও।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে খোজ নিয়ে জানা যায়, গত ১৭ নভেম্বর দুবাই থেকে জিএমজির একটি ফ্লাইট ঢাকায় আসছিল। ওই ফ্লাইটের ঘোষণার দায়িত্বে ছিলেন পার্সার সাবেরা ফেরদৌসী। বরাবরের মতো তিনি ওই দিনও ঘোষণা করেন 'ইনশাল্লাহ' অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ঢাকা হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করব। ওই ফ্লাইটে ছিলেন জিএমজির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার ইনডিয়ান নাগরিক এডওয়ার্ড একলেসটন। এ ঘোষণা শোনার পর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন তিনি। ঢাকায় ফিরে ১ ডিসেম্বর তিনি শো কজ করেন পার্সার সাবেরা ফেরদৌসীকে। শো কজ লেটারে বলা হয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মারুফা মাহফুজ আপনাকে আপডেট ঘোষণা বৃফ করার পরও আপনি আগের ঘোষণা পাঠ করেছেন। এতে আপনার উদাসীনতার প্রমাণ মেলে যা শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত অপরাধ।

অবশ্য চিঠিতে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে অতীতের ভালো পারফরম্যান্সের জন্য তাকে সতর্ক করে দেয়া হয়। ১৮ ডিসেম্বর শো কজের জবাব দেন সাবেরা ফেরদৌসী। জবাবে তিনি তার ঘোষণায় আগের মতো ইনশাল্লাহ বলায় আন্তরিকভাবে ক্ষমা চান। তিনি এ ধরনের ভুল আর করবেন না বলেও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থা জিএমজি এয়ারলাইন্স লিমিটেডের শীর্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে আছে ইন-ডিয়ানরা। ফলে বাংলাদেশী দক্ষ কর্মকর্তারা বেকার ও পদোন্নতি বঞ্চিত হচ্ছেন। জিএমজির একটি সূত্র জানায়, শীর্ষ ১৬ পদের মধ্যে ৯টি পদই ইনডিয়ানদের দখলে। বাকি দুটিতে আমেরিকান, একটিতে বৃটিশ, একটিতে শ্রী লঙ্কান, একটিতে ফিলিপিনো এবং দুটিতে বাংলাদেশী কর্মকর্তা রয়েছেন। এসব বিদেশী কর্মকর্তার পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে জিএমজি এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষকে। আর এভাবে দেশের অর্থ চলে যাচ্ছে বিদেশে।

www.pathagar.com

পাচ. একই ধরনের ঘটনা ঘটছে গার্মেন্টস সেক্টরে। সেখানে অন্ততপক্ষে ৩৫টি বড় শিল্প ইনডিয়ান মালিকানায় চলছে।

ছয়. টেলিকম সেক্টরে ইনডিয়ান কম্পানি এয়ারটেল জোরেশোরে তাদের প্রথম বছর পূর্তি উদযাপন করেছে।

সাত. স্কুলের পাঠ্যবই ছাপানো হচ্ছে ইনডিয়াতে।

আট. প্রতি মাসে (আট দিনে) প্রায় পৌনে তিন লাখ টাকা ক্ষতি দিয়েও বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী এক্সপ্রেস চালু রাখতে হয়েছে। ২৩৪ আসনের প্রতি ট্রপে গড়ে মাত্র ৬০ যাত্রী এই ট্রেনে চলাচল করছে।

নয়. সীমান্ত এলাকায় ইনডিয়ান বাহিনী বিএসএফ-এর গুলি চালনা বজায় থেকেছে। নৃশংসভাবে নিহত কিশোরী ফেলানির গুলিবিদ্ধ দেহ ঝুলে থেকেছে ইনডিয়ার দেয়া কাটাতারের দেয়ালে। আর গুলি চালানো হবে না এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও বছরের শেষ মাসে চারজন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে বিএসএফ।

দশ. ইনডিয়ান গায়ক গায়িকাদের নিয়মিত আগমন এবং অস্পষ্টভাবে ডলার-রুপি নিয়ে প্রত্যাবর্তন অব্যাহত থেকেছে।

এগারো. বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পরিবর্তে ইনডিয়ান নোবেল বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেন পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের পৃষ্ঠপোষকতা। "হৃদয়ে বাংলাদেশ" থাকলেও টিভির মেগা অনুষ্ঠানে ছিলেন ইনডিয়ান নোবেল বিজয়ী!

সেনাবাহিনীতে ইন্টার অ্যাকশন

বারো. ইনডিয়া-বাংলাদেশের মধ্যে বড় ইন্টার অ্যাকশন হয়েছে সামরিক ক্ষেত্রে। নিচে পড়ুন কয়েকটি রিপোর্ট :

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন, ইনডিয়াতে পাচ দিনের এক সরকারি সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি চিফ অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান এডমিরাল নির্মল ভারমার আমন্ত্রণে ২৯ নভেম্বর প্রধান অতিথি হিসেবে ভারতের পুনেতে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমিতে (এনডিএ) পাসিং আউট প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর এনডিএতে তৃতীয় বিদেশী অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান এই প্যারেড পরিদর্শন করলেন। সকালে সেনাবাহিনী প্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে সজ্জিত ঘোড়ার বাহনে চড়ে প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছলে এনডিএ-এর কমান্ড্যান্ট লেঃ জেনারেল যাতিন্দার সিং তাকে অভ্যর্থনা জানান। জেনারেল মুবীন প্রায় ১২০০ জন সুসজ্জিত ক্যাডেটের কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন এবং বিজয়ীদের নেভাল চ্যাম্পিয়ন স্কোয়াড্রনকে চিফ অফ স্টাফ ব্যানার প্রদান করেন।

এই সফরকালে সেনাবাহিনী প্রধান ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে এন্টনি, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিব শংকর মেনন এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। দিল্লিতে তিনি প্রয়াত বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে 'অমর জোয়ান জ্যোতি'তে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ইনডিয়ান সেনাবাহিনী কর্তৃক তার সম্মানে এক চৌকস গার্ড অফ অনারও দেয়া হয়। এছাড়া সফরকালে তিনি আগ্রা, আওরঙ্গবাদ ও কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাও পরিদর্শন করেন। আইএসপিআর (জনকণ্ঠ ৯ ডিসেম্বর ২০১১)।

ইনডিয়ার সেনাপ্রধান জেনারেল বিজয় কুমার সিং গত বছরের জুনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাসিং আউট প্যারেডে সালাম গ্রহণের পর চলতি বছর একই ধরনের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন জেনারেল আব্দুল মুবীন।

এনডিএ কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিতেন্দ্রর সিং সম্প্রতি পুনেতে সাংবাদিকদের বলেন, "বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের এ সফর

www.pathagar.com

একাডেমির জন্য একটি ভালো ব্যাপার।"

কিছুদিন ধরে দ্বিপক্ষীয় সামরিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ঢাকা ও নতুন দিল্লি।

আগামী বছর বাংলাদেশ ও ইনডিয়া যৌথ সামরিক মহড়ায়ও অংশ নিতে পারে।

বাংলাদেশে পাসিং আউট প্যারেডে ইনডিয়ান সেনাপ্রধানের সালাম গ্রহণের ঘটনাটিকে সে সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের 'রাজনৈতিক চাল' হিসেবে অভিহিত করে এর নিন্দা জানিয়েছিল বিএনপি।

গত বছরের জুনে পাচ দিন ঢাকা সফর করে যাওয়া বিজয় কুমার ১৯৭১ সালে একজন নবীন অফিসার হিসেবে মিত্রবাহিনীর হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইনডিয়ান সেনাকর্মকর্তাদের মধ্যে কেবল তিনিই এখন চাকরিরত আছেন (বিডিনিউজ ২৪, ২৩ নভেম্বর ২০১১)।

রিটায়ার্ড লে. জেনারেল এইচ এস পানাগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ২১ জন বীর যোদ্ধা বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাংলাদেশে এসেছেন। তাদের মধ্যে ১৯ জন এসেছেন সস্ত্রীক।

আইএসপিআর জানায়, আজ ষোলোই ডিসেম্বর বীর যোদ্ধারা সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন এবং পরে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন। তারা বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান কর্তৃক বঙ্গভবনে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন। এছাড়া বাংলাদেশে অবস্থানকালে ভারতীয় এই বীর যোদ্ধারা তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন (কালের কণ্ঠ ১৬ ডিসেম্বর ২০১১)।

www.pathagar.com

তের. ইনডিয়ান টিভি চ্যানেল বিশেষত জিটিভি-র সিরিয়াল নাটক (অগ্নিপরীক্ষা, কেয়া পাতার নৌকো, সুবর্ণলতা, রাশি, সাত পাকে বাধা) এবং এন্টারটেইনমেন্ট শো (ডান্স বাংলা ডান্স, দাদাগিরি) প্রভৃতি বাংলাদেশের দর্শকরা দেখেছে। কিন্তু ইনডিয়ান দর্শকরা বাংলাদেশের সফল ব্লকবাস্টার অনুষ্ঠান "ইত্যাদি" অথবা হানিফ সংকেত-এর লেখা দুটি ভালো নাটক, প্রিয়জন নিবাস, কর্মফলের মর্মকথা দেখার সুযোগ পায়নি। এখনো বাংলাদেশের সব অনুষ্ঠানই ইনডিয়াতে দুষ্প্রাপ্য।

চৌদ্দ. 'অচল' ইনডিয়ান মোটর কার অ্যামবাসাডর প্রাণ পাচ্ছে বাংলাদেশে, এই শিরোনামে বার্তা২৪.নেট পরিবেশিত (২৩.১২.২০১১) একটি খবর পড়ুন :

বাংলাদেশের গাড়ির বাজার দখলে এগিয়ে গেছে ভারতের সি কে বিড়লা হিন্দুস্তান মটরস। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যামবাসাডর গাড়ি সংযোজনে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান ইন্ট্রাকো গ্রুপকে হিন্দুস্তান মটরসের সহযোগী করেছে। তারা ইতিমধ্যে সাভারে প্ল্যান্টও বসিয়েছে।

ভারতের 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা "টেইক অ্যামবাসাডর ট্যাক্সি" শিরোনামে খবর ছেপেছে। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড লিখেছে "সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতে হিন্দুস্তান অ্যামবাসাডর গাড়ির বিক্রি আশঙ্কাজনক হারে কমে গেলেও সি কে বিড়লা গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্তান ব্র্যান্ডের গাড়ি নতুন জীবন পেতে যাচ্ছে। কারণ, বাংলাদেশের ট্যাক্সিক্যাব মার্কেটে ভাগ বসাতে অ্যামবাসাডর গাড়ি যাচ্ছে।"

রিপোর্টে জানানো হয়, রাজধানীর অদূরে সাভারে ইতিমধ্যে প্লান্ট বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, সেখানে উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। ইন্ট্রাকো আশা করছে দুই বছরের মধ্যে এই প্লান্ট থেকে সংযোজিত অ্যামবাসাডর রাজপথে নামতে পারবে। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে হিন্দুস্তান মটরস'র এমডি মনোজ ঝা বলেন,

www.pathagar.com

"প্রাথমিকভাবে আমরা বাংলাদেশে কমপ্লিট অ্যামবাসাডর গাড়ি রফতানি করছি। "বাংলাদেশের ট্যাক্সিক্যাবের বিশাল বাজার রয়েছে। আমরা আশা করছি ওখানে আমাদের গাড়ি বিক্রি হবে।"

পত্রিকাটি লিখেছে, "ভারতে এক সময় গাড়িটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু এটা এখন দেশটিতে অচল মাল হিসেবে গণ্য। অ্যামবাসাডর গাড়ির ইঞ্জিন থেকে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ অনেক বেশি।"

সূত্র জানায়, ইনডিয়ান গাড়ি এদেশের রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজারও দখল করে নিচ্ছে। প্রশাসনের একটি অংশের সুবিধায় ইনডিয়ান এসব গাড়ি অবাধে প্রবেশ করছে দেশে। জাপান থেকে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি লোকসানের মুখে পড়েছে গাড়ি ব্যবসায়ীরা।

বাংলাদেশের পরিবেশবিদরা বলেছেন, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হওয়ার পরও সরকার ইনডিয়ান গাড়ি আমদানিতে উৎসাহ দেখাচ্ছে।

পনের. চিকিৎসা খাতে সঙ্গত কারণে ইনডিয়ার অ্যাপোলো হসপিটাল রাজধানী ঢাকায় তার অগ্রণী অবস্থান বজায় রেখেছে। স্বদেশী ইউনাইটেড হসপিটাল ও স্কয়ার হসপিটাল অ্যাপোলোর পিছু ধাওয়া করেছে।

ওদের প্রশ্ন করুন

তাহলে এভাবেই ২০১১ তে বাংলাদেশে ইনডিয়ান আধিপত্য মজবুত হয়েছে।

কখনো অন্যায়ভাবে।

কখনো সঙ্গতভাবে।

ট্রানজিট, এয়ারলাইন্স ও রেলওয়ের মাধ্যমে ভৌগোলিকভাবে, ভিজিটিং আর্টিস্ট, মুভি ও মিডিয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে,

www.pathagar.com

হসপিটাল, কার ও টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে এবং ভিজিটিং সেনা সদস্যদের মাধ্যমে সামরিকভাবে, বাংলাদেশে ইনডিয়ান আধিপত্য মজবুত হয়েছে।

আর রাজনৈতিকভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর আপনিই বের করুন।

জিজ্ঞাসা করুন শেখ হাসিনার আওয়ামী সরকারের কোনো সদস্যকে।

প্রশ্ন করুন ইনডিয়ার কাছে তাদের দায়বদ্ধতার পরিমাণ কতো?

কবে শেষ হবে এই দায়বদ্ধতা?

এবং কিভাবে?

৩০.১২.২০১১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক এবং উদ্বেগজনক সংখ্যাতত্ত্ব

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে মিষ্টি খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে। কিন্তু ইংরেজি নববর্ষের প্রথম লগ্নে নাচ গান ও ড্রংকসের রেওয়াজ থাকলেও বছরের প্রথম দিনে মিষ্টি খাওয়ানোর রেওয়াজ নেই। তবুও তার ব্যতিক্রম করে দুটি মিষ্টি সংবাদ আপনাদের মনে করানো যেতে পারে।

এক. ১৮ ডিসেম্বরে ইনজিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা সভায় বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া তার ভাষণের শুরুতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রয়াত জাতীয় নেতাদের প্রতি। সেই সময়ে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে বঙ্গবন্ধু শব্দটি ব্যবহার করেন।

এটি ছিল তার পক্ষ থেকে অন্যতম জাতীয় নেতার প্রতি ভদ্রতা ও সৌজন্যতার চমৎকার প্রকাশ।

দুই. এর ক'দিন পরে ২৬ ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান

www.pathagar.com

নেতা এবং অধুনালুপ্ত বাকশালের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকের মরদেহ যখন সমাহিত করা হয় তখন তাকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য পুষ্পার্ঘ নিয়ে বনানী করবস্থানে যান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত (উফ! এই 'ভারপ্রাপ্ত' শব্দটির ভার আরো কতো দিন বহন করতে হবে?) সেক্রেটারি জেনারেল মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য মওদুদ আহমেদসহ প্রধান বিরোধী দলের আরো কিছু নেতা কর্মী। এটি ছিল তাদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের একজন প্রয়াত প্রধান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

খালেদা জিয়া এই ভদ্রতা-সৌজন্যতা প্রকাশ না করলেও পারতেন। মির্জা আলমগীর ও মওদুদ আহমেদ শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন না করলেও পারতেন। তারা নীরব থাকতে পারতেন। অথবা আওয়ামী নেত্রী- নেতাদের স্ট্যান্ডার্ডে নেমে যেতে চাইলে মিথ্যা প্রচারণাও করতে পারতেন। সেটা তারা করেন নি।

মুক্তিযোদ্ধা কে?

এর কদিন আগেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠিক তাই করেছিলেন। পড়ুন দৈনিক মানবজমিন (১৫.১২.১১)-র রিপোর্ট :

মুক্তিযুদ্ধে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিয়ে আবারও প্রশ্ন তুললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, যুদ্ধের সময় তাকে কয়েক দফায় সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তিনি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন তারও তেমন প্রমাণ মেলেনি। বরং তিনি রিট্রিট (পশ্চাৎপদ) মেজর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। গায়ে গুলি লাগবে, বোমা পড়বে এই ভয়ে তিনি দূরে দূরে থাকতেন। ঘটনাচক্রে তিনি একটি সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এটি ছিল বাস্তবতা। গতকাল শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনা সবায়

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান যুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে চাকরি করতেন। তাকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর থেকে মেজর জেনারেল করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। তখন দেশ চালাতো আওয়ামী লীগ সরকার। আওয়ামী লীগ যুদ্ধ করেনি – খালেদা জিয়ার এই বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, যে সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করেছে সেই সরকারের অধীনে চাকরি করতেন জিয়া। এ বিষয়টি তাদের জানা উচিত। দেশে কারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে ইতিহাসই তার সাক্ষী। বিএনপি নেত্রীর কাছ থেকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নিতে হবে না। তিনি বলেন, আমাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্য মুক্তিযুদ্ধ করেছে। আমার মায়ের সঙ্গে শেখ কামালকে বন্দি করা হয়েছিল। পরে সে গেরিলা কায়দায় সেখান থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। তার এই পালিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়ার ঘটনা অনেকের জন্য দৃষ্টান্ত ছিল। শেখ ফজলুল হক মণি সারা দেশের বিভিন্ন সেক্টরে ঘুরে ঘুরে কোথায় কে যুদ্ধ করছে কার কাছে কি অস্ত্র ছিল তার তালিকা করতো। এরকম একটি খাতাও পাওয়া গেছে। এটি ডকুমেন্ট হিসেবে রাখা আছে। শুধু মুক্তিযুদ্ধ নয়, প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে আমাদের ভূমিকা আছে। তিনি বলেন, সেই স্কুল জীবনে স্কুলের দেয়াল টপকে আমার আন্দোলনে যাওয়া শুরু।

শেখ হাসিনা এই ভাষণে তার অন্যান্য আত্মীয়দের কথা বললেও তার পিতার কথা বলেন নি। কেন? তিনিও কি রিট্রট করে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন? করে থাকলে কোথায় করেছিলেন?

এই ভাষণে জানা গেল শেখ হাসিনা স্কুলের দেয়াল টপকে আন্দোলনমুখী জীবন শুরু করেছিলেন। আমরা কি বলবো শেখ হাসিনাও ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা?

অপর দিকে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াকে যদি সমালোচনা করতে হয় তাহলে সেটা অন্তত শুদ্ধ ভাষায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। রিট্রট মেজর নয় – রিট্রটিং মেজর বলা উচিত ছিল।

www.pathagar.com

বৃটেনের মার্গারেট থ্যাচারের ইংরেজি উচ্চারণ তেমন ভালো ছিল না। প্রধানমন্ত্রী হবার পর তিনি ইংরেজি ভাষা ও উচ্চারণে নিয়মিত ইলোকিউশন (elocution) লেসন নিয়ে নিজেকে উন্নত করেছিলেন। শেখ হাসিনা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারেন।

কুটিল, কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ

২০১১ জুড়ে জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপপ্রচার চলেছে। অন্যান্য আওয়ামী নেতারা বলেছেন, জিয়া ছিলেন ছদ্মবেশী পাকিস্তানি চর! এই অপপ্রচার ছিল কুটিল, কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ। উল্লেখ্য, একটি সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠাতা বিএনপি আমলের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের মৃত্যুর পর শেখ হাসিনা কোনো শোক প্রকাশ করেননি। একই ভাবে বিএনপি নেতা ও সেক্টর কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীকের মৃত্যুর পর জানাযায় স্পিকার আব্দুল হামিদ ছাড়া কোনো মন্ত্রী, এমপি যাননি।

মার্চ মানে কি?

১৭ অক্টোবর ২০১১-তে শ্রীপুরে মাওনা বহুমুখী হাই স্কুল মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, রোড মার্চ মানে পায়ে হেটে কর্মসূচি পালন। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রী গাড়িতে চড়ে কার র‍্যালি করলেন। তিনি গাড়িতে চড়িয়া হাটিয়া চলিলেন। এ যেন ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাটিয়া চলিল। রোড শোতে তারা দুই হাজার দামি গাড়ি প্রদর্শন করলেন। এতো গাড়ির টাকা কোথায় পেলো? অতীতে তারা লুটপাট ছাড়া আর কিছুই করেনি। এখন গাড়ি নিয়ে রোড মার্চের নামে পিকনিক করে বেড়াচ্ছেন। প্রতিটি গাড়ির নাম্বার-প্লেট নিয়ে খুজে বের করতে হবে, কোথা থেকে এ সব গাড়ি এসেছে। গাড়ি কেনার টাকার উৎস কোথায়, তার হিসাব নেয়া হবে।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার এই মন্তব্যেও তার ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। ইংরেজি মার্চ শব্দটির অর্থ শুধু রাস্তায় হেটে যাওয়াই নয়। তিনি যদি বিবিসি ইংলিশ ডিকশনারি (পৃষ্ঠা ৬৮৩) খুলে দেখেন তাহলে জানবেন মার্চের একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন, The march of something is its steady development progress (কোনো কিছুর মার্চ অর্থ তার নিয়মিত উন্নতি অথবা অগ্রযাত্রা)।

খালেদা জিয়া অক্টোবর ২০১১-তে সিলেট অভিমুখে যে রোড মার্চ শুরু করেন সেটা নিয়মিতভাবে তিনি করে এসেছেন। তিনি গিয়েছেন উত্তর দিকে চাপাইনবাবগঞ্জে এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিকে খুলনা-যশোরে। জানুয়ারি ২০১২-র দ্বিতীয় সপ্তাহে যাবেন দক্ষিণ দিকে ফেনী ও চট্টগ্রামে। সুতরাং তার এই নিয়মিত ও অগ্রগামী রাজনৈতিক অভিযানকে বিবিসির ডিকশনারি মোতাবেক রোড মার্চ বলাই যথার্থ।

২০১১ - তে খালেদা জিয়ার রোড মার্চগুলো রাজনীতিতে নতুন ধারা সংযোজন করেছে। সাধারণ মানুষকে হরতালের ভোগান্তি পোহাতে হয় নি। তারা স্বতস্ফুর্তভাবে রোড মার্চে গিয়ে আনন্দমুখর পরিবেশে সরকার বিরোধিতা প্রকাশ করতে পেরেছে। তাই রোড মার্চে জন সমাগম হয়েছিল বিশাল।

বুর্জোয়া পলিটিক্সে নাজুক প্রশ্ন করবেন না

প্রধানমন্ত্রী এই রোড মার্চে অংশগ্রহণকারী গাড়ি কেনার টাকার উৎস কোথায় জানতে চেয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় যদি কেউ বিদেশে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের গাড়ি এবং বাড়ি কেনার ডলার-পাউন্ডের উৎস কোথায় জানতে চায় তাহলে তিনি কি উত্তর দেবেন?

বস্তুত বুর্জোয়া রাজনীতিতে এসব প্রশ্ন পলিটিশিয়ানদের (আওয়ামী-বিএনপি সবারই) না তোলাই শ্রেয়। এই ধরনের প্রশ্নের

www.pathagar.com

উত্তর কিছু ইংরেজি-বাংলা পত্রিকার সম্পাদক, টিভি-রেডিওর কর্মকর্তারা নিজেদের সম্পর্কেও দিতে পারবেন না।

গাড়ির নাম্বার টোকাটুকির সম্ভাবনার পর মানুষ আরো কিছুটা সতর্ক হয়ে গিয়েছে। অনেকেরই বিশ্বাস বর্তমান সরকার টেলিফোন সংলাপ ট্যাপিং (Tapping)-এ যথেষ্ট কর্মী নিয়োগ করেছে। ২০১১-তে অনেকেই মোবাইল ফোনে রাজনৈতিক আলোচনা বাদ দিয়েছেন। ফলে ২০১১ তে নিরুদ্বেগে মোটরকারে চলার স্বাধীনতা থেকে শুরু করে ফোনে বাকস্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছে।

বিতর্কিত ডেড রেকনিং

মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের ভূমিকা কি ছিল ২০১১-তে সেই বিতর্কে আরেকটি ইসু যোগ হয়। পড়ুন দৈনিক আমার দেশ (১৭.১২.১১)-র রিপোর্ট :

"সঠিকভাবে কেউই জানেন না ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে কত মানুষ তাদের জীবন হারিয়েছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে ওই যুদ্ধে অনেক মানুষ জীবন দিয়েছে। নিরপেক্ষ গবেষকরা মনে করেন, এই সংখ্যা তিন থেকে পাচ লাখের মধ্যে। বাংলাদেশ সরকার মনে করে, ১৯৭১-এ মারা গেছে ৩০ লাখ বাঙালি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তিতে বিবিসি নিউজের এক রিপোর্টে এ তথ্য দেয়া হয়েছে।"

বাংলাদেশের যুদ্ধ সম্পর্কে মার্ক ডামেট-এর 'যে রিপোর্ট ইতিহাস পরিবর্তন করেছে' শীর্ষক এ রিপোর্টে সাংবাদিক অ্যান্টনি মাসকারেনহাস ১৯৭১ সালের ১৩ জুন বৃটেনের সানডে টাইমস পত্রিকায় যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে দিয়েই যে পাকিস্তানি নৃশংসতার কাহিনী বিশ্ববাসী পুরোপুরি জানতে পেরেছিল তা-ই তুলে ধরা হয়েছে।

বিবিসি টেলিভিশন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টার খবরে অধ্যাপক

www.pathagar.com

শর্মিলা বোসের সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে। এই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ৫০ হাজার থেকে এক লাখ বাঙালি মারা গেছে। এর আগে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের এ নিকটাত্মীয়ের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ 'ডেড রেকনিং'- ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। এই বইয়ে তিনি বলেন, ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যে গণধর্ষণের অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা অপপ্রচার। এ তথ্য ঠিক নয়।'

এখানে জানিয়ে রাখা উচিত শর্মিলা বোস-এর এই বই Dead Reckoning, Memories of the 1971 Bangladesh War (ডেড রেকনিং অর্থাৎ মৃতের সংখ্যা গণনা) ২০১১- তে ঘটা করে লন্ডন ও নিউ ইয়র্কে লঞ্চ করা হয়েছে। প্রকাশক Hurst & Co. 41 Great Russell Street, London WCIB 3PL. (www.hurstpub.co.uk)।

নতুন কয়েকটি বিতর্ক

২০১১-তে চল্লিশ বছর আগের পুরনো ঘটনাগুলো নিয়ে বিতর্ক শুরু হবার পাশাপাশি নতুন কিছু ঘটনা নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয়েছে।

২০১১-তে বহুল আলোচিত সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল, স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) সংশোধন বিল, উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) বিলসহ উল্লেখযোগ্য আলোচিত বিল পাস হয়। এ বছর চারটি অধিবেশনে মোট ২২টি বিল পাস হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দুই দফা বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল-২০১১ বিদায়ী বছরের ৩০ জুন পাস হয়। সংবিধানে ৫৫টি দফা যুক্ত করে বিলটি পাসের পক্ষে ২৯১টি এবং বিপক্ষে একটি ভোট পড়ে। সংবিধানের এ সংশোধনী প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপি-জামায়াত জোট।

www.pathagar.com

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য বিএনপি দাবি জানিয়ে চলেছে।

বিরোধী দলবিহীন প্রায় মৃত সংসদে মাত্র চার মিনিটে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে (ডিসিসি) ভাগ করা সংক্রান্ত বিল পাস হয়েছে। উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিলটি পাস হয়েছে মাত্র পাচ মিনিটে। ২৯ নভেম্বর তড়িঘড়ি করে মাত্র নয় মিনিটে বিল দু'টি পাস হয়। এ দিন সংসদ চলে মাত্র ১০ মিনিট। ডিসিসি বিভক্তিকরণ বিলে বিরোধী দলের ১১ জন, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদের মইনুদ্দীন খান বাদল, শাহ জিকরুল আহমেদ ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফজলুল আজিম বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী আনলেও সংসদে তাদের অনুপস্থিতির কারণে তা নাকচ হয়ে যায়। ডিসিসি ভাগ করার প্রতিবাদে বিএনপি-জামায়াত জোট রাজধানীতে হরতাল পালন করে।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরোধিতার পরও উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কর্তৃত্ব বহাল রেখেই উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিলটি পাস হয়। দেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে অর্পিত সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার বিধান রেখে বহুল আলোচিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) বিল পাস হয়। সাংবাদিকদের গ্রেফতারি পরোয়ানার পরিবর্তে শুধু সমন জারির ব্যবস্থা রেখে ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোদনী) বিল পাস হয়।

সংসদে উপস্থিতি সংকট

২০১১-তে সংসদ অধিবেশনের কার্যদিবস ছিল ৮০টি। এর মধ্যে বিএনপি-জামায়াত জোট সংসদে গেছে আট কার্যদিবস। আর বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গেছেন এক কার্যদিবস। সরকার গঠনের পর নবম জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশনের মোট ২৫৪ কার্যদিবসের মধ্যে বিরোধী দল সংসদে গেছে মাত্র ৫৪

www.pathagar.com

কার্যদিবস। এর মধ্যে খালেদা জিয়া গেছেন ছয় দিন। ১১টি অধিবেশনের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ অধিবেশনে পুরোপুরিই অনুপস্থিত ছিলেন তারা। বিরোধী দল পঞ্চম অধিবেশনে যোগ দেয় মাত্র এক দিনের জন্য। চলতি সংসদের দশম অধিবেশন পর্যন্ত ২৪১ কার্যদিবসের মধ্যে আটজন মন্ত্রী ১৫০ কার্যদিবসের কম সংসদে উপস্থিত ছিলেন। ১০ জন এমপি রয়েছেন যারা ১০০ কার্যদিবসেরও কম সংসদে উপস্থিত ছিলেন। নবম জাতীয় সংসদ অধিবেশন শুরুর প্রথম দিক থেকেই কোরাম (৬০) সংকটের কারণে প্রায় প্রতিদিনই দেরিতে অধিবেশন শুরু হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি কোরাম সংকটের কারণে প্রথমবারের মতো বৈঠক মুলতবি করা হয়।

বিরোধী দলগুলোর সংসদে অনুপস্থিতি তাদের দলের মধ্যেও সমালোচিত হয়েছে। অনেকেই বলেন, যদি আওয়ামী লীগের নেত্রীসহ অন্যান্য আওয়ামী সংসদ সদস্যরা মার্জিত ও শালীন ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে হয়তো বিরোধী দলীয় এমপিরা সংসদে ফিরে যেতে পারেন।

নির্বাচন কমিশন বিতর্ক

এই বছরে কেয়ারটেকার সরকার বিতর্কের পাশে আরো দুটি বিতর্ক হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে। **এক.** নির্বাচন কমিশনের নতুন সদস্য করা হবেন এবং দুই. ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) আগামী নির্বাচনে ব্যবহার করা উচিত হবে কিনা?

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচন থেকে শেষ মুহূর্তে প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার-কে সরে যেতে অনুরোধ করে। তৈমুর নির্বাচনী ক্যামপেইনে প্রচুর খরচ করা সত্ত্বেও কেন্দ্রের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাড়ান। দলীয় শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি। বিএনপি এই নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিল।

www.pathagar.com

নির্বাচনে বিজয়ী হন ড. সেলিনা হায়াৎ আইভী। বিপুল ভোটে পরাজিত হন শেখ হাসিনার মনোনীত প্রার্থী শামীম ওসমান। এই দুর্ঘটনার ড্যামেজ লিমিটেশনের জন্য নির্বাচনের পরে শেখ হাসিনা তলব করেছিলেন প্রথমে শামীম ওসমানকে এবং তাকে পাশের ঘরে রেখে পরে আইভীকে। শেখ হাসিনা এরপর দুজনকে পাশে রেখে ফটো তোলেন এবং আশা প্রকাশ করেন এই ছবি দলীয় সংহতি রক্ষায় সহায়ক হবে।

তাই কি? শেখ হাসিনা যদি ফরগিভ করে ফরগেট না করেন – তাহলে আইভীও কি সেটা করতে পারেন না? কিন্তু আইভী প্রশংসনীয় ভদ্রতা দেখিয়েছেন যদিও তার দল তার (আইভীর) একনিষ্ঠ আনুগত্যের অধিকার হারিয়েছে।

ফরগিভ-ফরগেট বৃত্তান্ত

ফরগিভ-ফরগেটের ইসুতে ২০১১-তে কয়েকবারই লক্ষ্য করা গেছে শেখ হাসিনা ফরগেটও করেছেন - বিশেষত তিনি নিজে যখন অভিযুক্ত হয়েছেন। পড়ুন আমার দেশ (০৫.০৬.১১)-এ জাকির হোসেনের একটি রিপোর্ট :

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে ফর্মুলা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন আমরা রিজিড (অনড়) অবস্থানে নই। সংসদে এসে কথা বলুন। কোনো ফর্মুলা থাকলে বলুন। একই সঙ্গে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, এই সরকারের ভাবমর্যাদা সামরিক সরকারকেও হার মানায়। এর কারণেই দেশে এক-এগারোর মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন চলাকালে ১৯৯৫ সালের ১৬ নভেম্বর গাইবান্ধায় আয়োজিত এক সমাবেশে বলেছিলেন, জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে তার দল আন্দোলনে নেমেছে। সুষ্ঠু

www.pathagar.com

ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে জনগণ আজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ। অন্য কোনো ফর্মুলা গ্রহণযোগ্য হবে না।

একই সঙ্গে তিনি বর্তমান মহাজোটের অন্যতম শরিক এবং ওই সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম সহযোগী জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সম্পর্কে বলেছিলেন, দুর্নীতি ও ভোট ডাকাতির কারণে এরশাদ সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্য দিকে এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কারণেই দেশে এক-এগারোর মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং রাজনৈতিক সরকার থাকলে ১/১১ আসতো না, এমন কথা বললেও ওয়ান-ইলেভেনের সরকারের আমলে ২০০৭ সালের ১৫ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার প্রাক্কালে বিমানবন্দরে তিনি বলেছিলেন, আমাদের আন্দোলনের ফসল এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারা ফেল করলে আমাদেরও লজ্জা পেতে হবে। বিএনপি-জামায়াত আমাদের দোষারোপ করবে। আশা করব, এ ধরনের পরিস্থিতি যেন না হয়।

একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তিনি ওয়ান-ইলেভেনের সরকারের সকল কার্যক্রমের বৈধতা দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো মহাচোরদেরই ধরছেন। এতে আমাদের ভীত ও আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। দুশ্চিন্তার কি আছে? আমরা ক্ষমতায় গেলে তাদের এসব কার্যক্রম র‍্যাটিফাই করে দেব। দেশের মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা করছে। এই সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকতেই নির্বাচন সম্পন্ন করা উচিত।

এসব খবর ওই সময়ের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক আমার দেশ ও দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদনের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো :

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া অন্য কোনো ফর্মুলা মানব না : হাসিনা।

www.pathagar.com

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে জনগণ আজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ। অন্য কোনো ফর্মুলা গ্রহণযোগ্য হবে না। (দৈনিক বাংলা : ১৭ নভেম্বর ১৯৯৫)

ক্ষমতায় গেলে বর্তমান সরকারের সব কাজের বৈধতা দেব : যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার প্রাক্কালে বিমানবন্দরে শেখ হাসিনা।

বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের বৈধতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো মহাচোরদেই ধরছেন। এতে আমাদের ভীত বা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। দুশ্চিন্তার কি আছে? আমরা ক্ষমতায় গেলে তাদের এসব কার্যক্রম র‍্যাটিফাই করে দেব।

শেখ হাসিনা দ্রুত নির্বাচনের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন বন্ধ রাখা ঠিক হবে না। তিনি বলেন, দেশের মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা করছে। এই সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকতেই নির্বাচন সম্পন্ন করা উচিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের প্রশংসা পেয়েছে। এই পরিস্থিতি থাকতে থাকতে নির্বাচন দিলে দেশের জনগণ ও সরকার উভয়ের জন্য মঙ্গল হবে। ভালো কাজ বেশি দিন ধরে রাখা যায় না। তিনি বলেন, সভা থাকতেই কীর্তন শেষ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের আন্দোলনের ফসল এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারা ফেল করলে আমাদেরও লজ্জা পেতে হবে। বিএনপি-জামায়াত আমাদের দোষারোপ করবে। আশা করব, এ ধরনের পরিস্থিতি যেন না হয়। (দৈনিক আমার দেশ : ১৬ মার্চ ২০০৭)

www.pathagar.com

ফরগেট প্রসঙ্গে হয়তো কেউ হাসিনাকে মনে করিয়ে দিতে পারেন অতীতে তিনি ৫৭ বছর বয়সে রিটায়ার করার কথা বলেছিলেন। সেটা তিনি এখন ভুলে গিয়েছেন। দশ টাকা কেজিতে চাল খাওয়ানোর কথাও ভুলে গিয়েছেন।

মইন-ফখরুদ্দীনের দায়

শেখ হাসিনা যে তার কথার বরখেলাপ করে সম্পূর্ণ উল্টো পথে হাটতে পারেন তার আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ২০১১-তে। পড়ুন আমার দেশ (২১.১২.১১) পত্রিকার আরেকটি রিপোর্ট :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও সেনাসদস্যদের মধ্যে ২০০৭ সালে সংঘর্ষের ঘটনায় সম্পৃক্ততার দায়ে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ও তৎকালীন সেনা-প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদকে বিচারের মুখোমুখি দাড় করানোর সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি।

কমিটি জরুরি সরকারের এই শীর্ষ দুই কুশীলব ছাড়াও ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকায় ডিজিএফআইয়ের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী দুই সেনাকর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব:) এটিএম আমিন ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) চৌধুরী ফজলুল বারী, কর্নেল শামসুল আলম খানের (কর্নেল। শামস) বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তির সুপারিশ করেছে। কমিটি এর বাইরে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতায় পুলিশের তৎকালীন আইজি নূর মোহম্মদের বিরুদ্ধেও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষের ঘটনায় গঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় উপ-কমিটির এসব সুপারিশসংবলিত প্রতিবেদন সংসদীয় মূল কমিটিতে উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে গতকাল সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির

www.pathagar.com

২৪তম বৈঠকে প্রতিবেদনের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর আগে গত ৮ ডিসেম্বর উপ-কমিটির বৈঠকে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। সকালে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, হুইপ মির্জা আজম, কাজী ফারুক কাদের ও মো. শাহ আলম অংশ নেন।

বৈঠক শেষে রাশেদ খান মেনন সংসদ ভবনের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ বৃফিংয়ে সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরেন। কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ তুলে ধরে তিনি বলেন, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ ও সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ এ ঘটনার জন্য দায়ী; কারণ ওই সময় সরকারের এই শীর্ষ দুই কর্ণধার ইচ্ছাকৃত নির্লিপ্ত থেকে নিশ্চেষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তারা ঘটনা নিরসনে কোনো চেষ্টাই করেননি। কমিটির কাছে আসা তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়। ফখরুদ্দীন ও মইন এ ঘটনার যাবতীয় নির্দেশনা দিয়েছেন – যার জন্য তারা কোনোভাবেই এ ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না।

একই যাত্রায় কেন পৃথক ফল?

কিন্তু ধারণা হয়েছে মইন-ফখরুদ্দীনের সহযাত্রী ১/১১-এর আরেক চক্রান্তকারী লে. জে. মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে আবারও পুরস্কৃত করছে আওয়ামী লীগ সরকার। নতুন করে তার চাকরির মেয়াদ আরো ছয় মাস বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে। এর আগে তার চাকরির বয়স শেষ হওয়ার পর তিন মাস করে দুই দফায় মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। বিতর্কিত এই সেনাকর্মকর্তা বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে কর্মরত আছেন।

একই যাত্রায় কেন পৃথক ফল হচ্ছে? জেমস বন্ড হয়তো এই রহস্যের সমাধান করতে পারতেন। তবে কেউ কেউ বলেন, মতিউর রহমান-মাহফুজ আনাম প্রণীত এবং মইন-ফখরু কর্তৃক বাস্তবায়িত মাইনাস-টু ফর্মুলার এক পর্যায়ে যখন হাসিনা ও খালেদা সাবজেলে

www.pathagar.com

ছিলেন তখন তাদের দুজনকেই পৃথিবী থেকে মাইনাস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। শোনা যায়, সেই সময়ে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন মাসুদ। কারণ এক দিকে তিনি রক্ষীবাহিনীর সাবেক সদস্য রূপে শেখ মুজিবের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং অন্য দিকে খালেদা জিয়ার ভাই এসকান্দারের ভায়রা-ভাই সুবাদে খালেদার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিল।

তবে এই থিওরির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু দেখা যাচ্ছে মাসুদ নির্বিবাদে ছিলেন ২০১১-তে।

সমালোচিত র‍্যাব

মইন-ফখরুর রেখে যাওয়া প্রতিষ্ঠান ও তাদের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহ এ বছরে অভিযুক্ত হয়েছে হত্যা ও গুপ্তহত্যার দায়ে। মাসুদ ফিরে এলে কি এসব প্রতিষ্ঠান হিংসা-প্রতিহিংসা মুক্ত হবে?

২০১১-তে উইকিলিকসে ফাস হওয়া তথ্যে জানা যায় (যুগান্তর ১৪.০৯.১১) :

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে (র‍্যাব) নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস থেকে একটি তারবার্তা পাঠানো হয় ২০০৫ সালে। তারবার্তায় বলা হয়, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে অনেকের প্রশংসা কুড়ালেও র‍্যাব বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিয়ে সমালোচিত। সম্প্রতি উইকিলিকস এ গোপন তারবার্তাটি প্রকাশ করেছে।

কয়েকটি গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে দূতাবাস ওয়াশিংটনকে জানায়, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ছাড়াও র‍্যাব ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। দেশের কয়েকটি স্থানে চাদা নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে র‍্যাবের বিপক্ষে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অপরাধের সঙ্গে র‍্যাব সদস্যরা জড়িয়ে পড়লে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

www.pathagar.com

তারবার্তায় বলা হয়েছে, ক্রসফায়ার র‍্যাবের আরেকটি সমালোচিত বিষয়। এর প্রায় সব ঘটনার বিবরণ একই রকম। তারবার্তায় জানানো হয়েছে, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছিলেন, যখন র‍্যাবের হাতে সন্ত্রাসীরা ক্রসফায়ারে মারা যায়, তখন মানবাধিকার কর্মীরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কিন্তু সন্ত্রাসীদের হাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের জীবন গেলে তারা কোন কথা বলেন না।

গুপ্তহত্যার জন্য দায়ী সরকার

বিরোধী দলগুলোর মতে র‍্যাবের সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছে বর্তমান আওয়ামী সরকার। পড়ুন প্রথম আলো (১৫.১২.২০১১)-র একটি রিপোর্ট :

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করে বলেছেন, 'গুপ্তহত্যা রাষ্ট্রসমর্থিত। বিরোধী দলকে দমন-পীড়নের জন্য বর্তমান সরকার গুপ্তহত্যাকে রাজনীতির একমাত্র অনুষঙ্গ করেছে।'

'এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে সরকার জড়িত তাতে কোনো সন্দেহ নেই', উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'এখন এসব হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য সবার ইঙ্গিত সরকারের দিকে'।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, তিনি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এসব গুপ্তহত্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির এই নেতা বলেন, সরকার যে এর সঙ্গে জড়িত নয়, তা সরকারকেই অবিলম্বে প্রমাণ করতে হবে।

একই সঙ্গে যশোর জেলা বিএনপির অর্থ বিষয়ক সম্পাদক নাজমুল ইসলামকে হত্যার ঘটনায় ১৭ ডিসেম্বর যশোরে হরতাল ডাকা হয়। এ হরতালে কেন্দ্রীয়ভাবে সমর্থন দেয় বিএনপি।

www.pathagar.com

অরাজকতার দিকে দেশ

খুন, গুম, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ অরাজকতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে ২০১১। দেশ ও বিদেশে মানবাধিকার সংগঠনগুলো এ নিয়ে সোচ্চার হয়েছে। পড়ুন আমার দেশ (২৬.১২.১১)-তে নাছির উদ্দিন শোয়েবের রিপোর্ট :

শেখ হাসিনার তিন বছরে মানবাধিকার লংঘন :

খুন ১২ হাজার
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ৩৫৯
গুম ১০০
গুপ্তহত্যার পর লাশ উদ্ধার ১৬
ফাসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মুক্তি ২২
সাংবাদিক নিহত ৪ ; গ্রেফতার ৩
মোট অপরাধ ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৬৪২

ক্রসফায়ার, গুপ্তহত্যা, নৃশংস খুন ও গুমসহ সহিংস ঘটনায় মহাজোট সরকারের তিন বছরে আইনশৃঙ্খলা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল চরম উদ্বেগজনক। র‍্যাব ও পুলিশের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপক অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনার ওপর বিচার বিভাগীয় তদন্ত চলছে। নির্যাতিত ও ভুক্তভোগী পরিবারগুলো আদালত ও প্রশাসনের কাছে গিয়েও ন্যায়বিচার পায়নি - এমন বহু অভিযোগ রয়েছে। পেশাদার খুনি, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী, চাদাবাজ ও বহু দাগি অপরাধীকে দলীয় বিবেচনায় আইনের আওতায় আনা হয়নি। বরং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ২২ আসামিকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। চাদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জনপ্রতিনিধিদের প্রকাশ্যে হত্যা, বিরোধী মতের ব্যক্তিদের নামে মিথ্যা মামলা, আটকের পর রিমান্ড এবং সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। ভঙ্গুর আইনশৃঙ্খলার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।

www.pathagar.com

স্থানীয় গণমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে চলতি বছরের শেষার্ধে নাম বদল করে নতুন কায়দায় শুরু হয় গুম-গুপ্তহত্যা। বিভিন্ন স্থান থেকে শাদা পোশাকধারীদের হাতে আটক প্রায় ১০০ জনের খোজ মেলেনি। রাজধানী ঢাকাতেই চলতি বছর গুম হয়েছে ৩০ জন। এ পর্যন্ত ১৬ জনের লাশ নদী, হাওর ও জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিএনপি নেতা ও ৫৬ নং ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী আলমের কোনো হদিস নেই দু'বছরেও। ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগের আঙুল র‍্যাবের বিরুদ্ধেই।

আওয়ামী লীগ বিরোদী দলে থাকাকালে ক্রসফায়ারের কঠোর বিরোধিতা করলেও ক্ষমতায় এসে এর সমর্থন করে। চলতি বছরের ২৩ মার্চ ঝালকাঠির রাজাপুরে তালিকাবুক্ত এক সন্ত্রাসীকে ধরতে গিয়ে র‍্যাবের গুলিতে নিরীহ কলেজ ছাত্র লিমন হোসেন আহত ও পঙ্গু হয়। এ ঘটনায় র‍্যাবের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বক্তব্য এবং গঠিত চারটি তদন্ত রিপোর্টে স্ববিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। এখনও লিমনের মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। পঙ্গু অবস্থায় তাকে র‍্যাবের মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে।

ক্রসফায়ারের ঘটনায় উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়া এবং কয়েকটি ঘটনায় আদালতে রিট করার পর র‍্যাব সদর দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে ক্রসফায়ারকে 'এনকাউন্টার' বলে প্রচার চালানো হয়। কিন্তু নাম ভিন্ন হলেও র‍্যাব সদস্যরা নানা কায়দায় বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রাখলে মানবাধিকার সংগঠনগুলো এর কঠোর বিরোধিতা করে। ফলে ক্রসফায়ারের পাশাপাশি ২০০৯ সালের দিকে কৌশল বদলে র‍্যাব ও পুলিশ সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটকের পর হাটুতে গুলি করে আহত করার রীতি চালু করে। এ ঘটনায়ও ব্যাপক অভিযোগ ওঠে। অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে যে, সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে চোখ বেধে হাটুতে গুলি

www.pathagar.com

করে আহত করে অপরাধী বলে প্রচার করা হয়। পর্যবেক্ষক মহল বলছে, ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার, গুপ্তহত্যা, ও বন্দুক যুদ্ধের নাটক সাজিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতো বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে র‍্যাবের প্রশ্নবিদ্ধ ইমেজ আরো ম্লান হয়ে পড়ছে। র‍্যাবের বহু সদস্যও জড়িয়ে পড়েছে নানা অপরাধে। র‍্যাবের দেয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১০ সালেই নানা অপরাধে জড়িত ৭৫৬ জন র‍্যাব সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় বিভিন্ন পদমর্যাদার কমপক্ষে ৩১৪ সদস্যকে গুরুদণ্ড, ৩১০ জন লঘুদণ্ড ও স্ব স্ব বাহিনীতে ফেরত পাঠানো হয়েছে ১৩২ জনকে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী ২০০৯, ২০১০ ও চলতি বছরের (২০১১) নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় তিন বছরে (৩৫ মাসে) ৩৫৯ জন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে নিহত হন। এর মধ্যে রয়েছেন ২০০৯ সালে ১৫৪ জন, ২০১০ সালে ১২৭ জন ও ২০১১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে ৭৮ জন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৪ সালে র‍্যাবের যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত র‍্যাবের বিরুদ্ধে ৭০০ লোককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। অতীতে এসব হত্যার ব্যাপারে র‍্যাব অথবা সরকার গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিটি তদন্ত করেছে। তবে সেসব তদন্তের তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি বা গোপনই থেকে গেছে। তবে র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার এম সোহায়েল বলেছেন, র‍্যাব কাউকে আটক করে নিয়ে নিখোজ বা গুম করেছে কেউ এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে না।

একই সময় পুলিশের বিরুদ্ধেও ছিল বিস্তর অভিযোগ। হরতাল চলাকালে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুকের ওপর পুলিশের নির্মম নির্যাতন, গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হাতে আটক হয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী এমইউ আহমেদের মর্মান্তিক মৃত্যু, বিএনপি নেতা ও ডিসিসির সদ্য বিদায়ী

www.pathagar.com

মেয়র সাদেক হোসেন খোকাকে পুলিশের সামনে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাত, দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে আটক করে অন্ধকার ঘরে রেখে নির্মম নির্যাতন ও বস্ত্রহীন করার ঘটনা ছিল সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা। এ ছাড়াও রাজনৈতিক নেতাদের আটকের পর রিমান্ডে নিয়ে নির্মম নির্যাতনের ঘটনাও ছিল আলোচিত।

নরসিংদীর নির্বাচিত জনপ্রিয় মেয়র লোকমান হোসেনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার অভিযোগ ওঠে খোদ সরকারেরই ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদের প্রতি। নিহত লোকমানের স্বজনদের দাবি, মন্ত্রীর নির্দেশেই তার ভাই সালাহউদ্দিন আহমেদ বাচ্চু ও আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা মেয়র লোকমানকে হত্যা করে। এ ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি মন্ত্রীর ভাইকে এখন পর্যন্ত পুলিশ গ্রেফতার করেনি। 'সময়ের অভাবে আসামি ধরা যায়নি' উল্লেখ করে আইজিপি হাসান মাহমুদ খন্দকারের দেয়া বক্তব্যে আত্মীয়স্বজনরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান

শুধু আইনশৃঙ্খলা বিষয় পরিসংখ্যানই নয় ২০১১-র অন্যান্য কিছু পরিসংখ্যানও ছিল উদ্বেগজনক।

এক. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, (২০.০৯.১১) বাংলাদেশে মাদকসেবীর সংখ্যা ৪৬ লাখ। এরা মাদকের পেছনে খরচ করছে বছরে প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকা।

দুই. পুলিশের দেয়া পরিসংখ্যানে জানা গেছে, ২০১১-র প্রথম নয় মাসে শুধু রাজধানীতেই গাড়ি চুরি বা ছিনতাই হয়েছে প্রায় ১,০০০।

তিন. যোগাযোগ মন্ত্রণালয় জানায়, (২২.০৯.১১) গত দশ বছরে ৪১৭৯১টি রোড অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় (২২.০৯.১১) ১ জানুয়ারি ২০০১ থেকে ১৫.০৯.২০১১ পর্যন্ত

www.pathagar.com

৩৬,৪৩৯টি রোড অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

চার. এসব সূত্রে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২৭,৫৯৫ এবং আহত ২৫,৪৩৮।

হতাহত ব্যক্তিরা এখন পরিণত হয়েছেন পরিসংখ্যানে। এদের অন্যতম প্রগতিশীল মুভি-মেকার তারেক মাসুদ ও টিভি কর্মকর্তা মিশুক মুনীর। তারেক মাসুদ সেলিব্রিটি ও মিশুক মুনীর টিভির কর্তাব্যক্তি ছিলেন বলে তাদের মৃত্যুর পর রোড অ্যাকসিডেন্ট সম্পর্কে মিডিয়া সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই সময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মজিবুর রহমান ফকির মন্তব্য করেন :

'ধর্ম মতে মুসলমানদের কোনো অকালমৃত্যু নেই। তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীর তাদের জন্য নির্ধারিত সময়েই মারা গেছে। তাদের জন্য দুঃখ লাগতে পারে। তবে এটাই বাস্তব।'

তার এই মন্তব্য বহুল সমালোচিত হয়। মানুষের মনে পড়ে বিএনপি আমলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর একটি দুর্ঘটনা পরবর্তী উক্তি, আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গিয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের এসব উক্তিতে আন্তরিকতা ও সমবেদনা নিশ্চয়ই থাকে। তবে তাদের আর্টিকুলেশন ভালো নয় বলে তারা সমালোচিত হন। তারা সমালোচনা অতিক্রম করতে পারেন যদি তারা দেশে জল ও স্থল পথে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেন।

কিন্তু সেটা তারা করেন না।

মানুষ ভুলে যায়।

পড়ে থাকে মৃত মানুষের স্মৃতি।

আহত মানুষের দুঃসহ জীবন।

তারেক মাসুদের গুণী স্ত্রী ক্যাথরিন এখন রোড অ্যাকসিডেন্ট-

www.pathagar.com

বিরোধী মুভি নির্মাণে মন দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে সবাই আশা করবেন তিনি না চাইতেই সরকার তাকে প্রয়োজনীয় অনুদান দেবে।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা

২০১১-তে সেলিব্রিটি নন এমন ব্যক্তির রোড অ্যাকসিডেন্টের মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত ছিল ১১ জুলাইয়ে মিরেরসরাইয়ে একটি বাস দুর্ঘটনায় ৪৫ জন ছাত্রের নিহত হবার সংবাদ। এরা গিয়েছিল সরকারি নির্দেশে 'বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে' অংশ নিতে। এই দুর্ঘটনার ফলে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার নাম নিহতদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে চিরবিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। সব কিছুতেই বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার ব্যবহার করা যে উচিত নয় আশা করি সেটা সরকার বুঝবে।

২০১১-তে আরেক সেলিব্রিটি নিউজে এসেছেন। জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকায় চিকিৎসাধীন আছেন। আপামর হিমুভক্তরা তার দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেছেন। তারা আশান্বিত এই কারণে যে, গায়িকা সাবিনা ইয়াসমিনও কথিত দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়ে আবারও হৃদয়গ্রাহী গান শুনিয়েছেন ২০১১-তে।

গুড নিউজ ব্যাড নিউজ

পরিসংখ্যানের মতোই কয়েকটি সংখ্যা ২০১১-তে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে।

২. ঢাকা সিটি কর্পরেশনকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে আওয়ামী সরকার। ব্যাড নিউজ।

বিদায়ী বছরে দুই দফায় গ্যাসের দাম বেড়েছে। ব্যাড নিউজ।

৪. ২০১১-তে চার দফায় ইলেকট্রিসিটির দাম বেড়েছে। ব্যাড নিউজ।

www.pathagar.com

৫. ২০১১-তে পাচ দফায় জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। ব্যাড নিউজ।

১২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর মতে নভেম্বর ২০১১-তে মূল্যস্থিতির হার প্রায় ১২ শতাংশ হয়েছে যা গত দেড় দশকের রেকর্ড অতিক্রম করেছে। ব্যাড নিউজ।

১৫. ডলারের বিপরীতে এক বছরে টাকার দাম কমেছে ১৫ শতাংশ। ব্যাড নিউজ।

৪৩. বাংলাদেশের ৪৩ শতাংশ শিশুর উচ্চতা বয়সের তুলনায় কম। গার্মেন্টস গার্লদের দেখুন। ভবিষ্যতে আপনার বংশধররাও উচ্চতায় হয়তো ওদেরই মতো কম হবে। ব্যাড নিউজ।

৫৯. সরকারি চাকরিতে অবসরের বয়স হয়েছে ৫৯। গুড নিউজ।

৬০. ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ বাংলাদেশে ৬০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হয় ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১-তে। এই ভূমিকম্প স্থায়ী ছিল ১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সিকিমের রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৮। পরিবেশবিদরা জানিয়েছেন, ভূমিকম্প ঝুকিতে রয়েছে রাজধানীর ৭২,০০০ ভবন। ভেরি ব্যাড নিউজ।

৬১. দেশের ৬১টি জেলা পরিষদের প্রশাসক পদে রাজনৈতিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিয়োগ প্রাপ্তদের একজন ছাড়া সকলেই আওয়ামী লীগের দলীয় পদাধিকারী ও স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ব্যাড নিউজ।

২৬৬. গতিহীন প্রশাসনে ওএসডি হয়েছে ২৬৬ কর্মকর্তা। ব্যাড নিউজ।

১৪.২৩ কোটি. ২০১১-তে পরিচালিত আদমশুমারিতে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪.২৩ কোটি! এর মধ্যে অর্ধেকের কোনো অক্ষরজ্ঞান নেই। ভেরি ভেরি ব্যাড নিউজ।

www.pathagar.com

পলিটিক্সে নতুন মুখ নতুন কালচার

রোগাক্রান্ত হয়ে ১৬ মার্চ ২০১১-তে লোকান্তরিত হন দুঃসাহসী বিএন-পির সেক্রেটারি জেনারেল খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। তার পদে ভারপ্রাপ্ত হন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। অল্প কয়েক মাসেই মির্জা আলমগীর জনমনে ভালো ইমেজ সৃষ্টি করেছেন যদিও তার বিরুদ্ধে এখনো তার দলের মধ্যে মেলা চক্রান্ত চলছে বলে গুজব আছে। প্রেস কনফারেন্সে মির্জা আলমগীর পাংচুয়াল হবার চেষ্টা করছেন (ঢাকার লেজেন্ডারি ট্রাফিক জ্যাম সত্ত্বেও) এবং প্রায়ই লিখিত টেক্সট থেকে বলছেন। তিনি ইকনমিক্সের ছাত্র ও সাবেক শিক্ষক। তার মতো আরো অনেক সৎ, যোগ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন বিএনপিতে। অ্যাপ্লাই করুন : ম্যাডাম খালেদা জিয়া, চেয়ারপার্সন, বিএনপি, রোড ৮৬, গুলশান ২ ঢাকা। টিআইএন নাম্বার যদি না থাকে এবং দুর্নীতির দায়ে যদি অভিযুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে অ্যাপ্লাই করবেন না।

আওয়ামী লীগ পিছু হটেছে

২০১১-তে অপ্রত্যাশিতভাবে আওয়ামী লীগ সরকার দুটি ক্ষেত্রে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

এক. ঢাকার নবাবগঞ্জ ও দোহারের আড়িয়াল বিলে ন্যূনপক্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকা খরচে বঙ্গবন্ধু এয়ারপোর্ট ও বঙ্গবন্ধু সিটি নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার ১১ ডিসেম্বর ২০১০-এ যে ভূমি অধিগ্রহণের আদেশ দিয়েছিল, জানুয়ারি ২০১১-তে সেখান থেকে পিছু সরে আসতে হয়। ওই এলাকার জনগণ রুখে দাড়ায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওই ৫০ হাজার কোটি টাকা কোথায়? তা দিয়ে পদ্মা সেতু বানানো সম্ভব হচ্ছে না কেন?

দুই : দুর্নীতি বিষয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অভূতপূর্বভাবে কঠোর অবস্থান নেয়ায় পদ্মা সেতুর নির্মাণে অর্থায়ন করা হবে না বলে জানানো হয়। প্রথমে আওয়ামী সরকার ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এই অবস্থানকে উপেক্ষা

www.pathagar.com

করলেও পরবর্তীতে তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আবুল হোসেনকে অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করে। তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তাদের অবস্থানে অটল আছে। খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের কথিত দুর্নীতি বিষয়ে তৎপর মিডিয়া এখন হিসাব করে দেখতে পারে এই পদ্মা সেতুর দুর্নীতির মোট পরিমাণ ছিল আর সব কথিত দুর্নীতির যোগফলের বেশি। ক্যালকুলেটর চাইলে আমি পৌঁছে দেব। চার্জ দিতে হবে। ভ্যাট প্রযোজ্য ।

ধর্ষণ ও কটূক্তি

অব্যাহত ধর্ষণের সংবাদ ২০১১-তে ছিল অব্যাহত। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় অভিযোগ করা হয়েছে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৯৭১-এ অব্যাহতভাবে ধর্ষণ করেছিলেন ভানু সাহাকে, যিনি ইন-ডিয়াতে নিখোজ। তার চল্লিশ বছর পরে ২০১১-তে ঘটে যায় ঢাকার ভিকারুননিসা স্কুলে টিচার পরিমল জয়ধর কর্তৃক একাধিকবার জনৈক ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা।

প্রথমে সরকার তাকে প্রটেকশন দেয়ার জন্য উত্তর বাংলায় ট্রান্সফার করলেও জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত পরিমল হন বরখাস্ত।

অন্য দুটি স্কুলে ২০১১-তে অন্য ধরনের ঘটনা ঘটে। ধানমন্ডি বয়েজ স্কুলে (২.৭.১১) মহানবীর বিরুদ্ধে টিচার মদনমোহন দাসের কটূক্তির ফলে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল করে। এর মাত্র ১২ দিন পরে (১৪.৭.১১) টুঙ্গিপাড়া জিটি হাই স্কুলের টিচার শংকর বিশ্বাস মহানবীর বিরুদ্ধে কটূক্তি করেন। বোঝা যায়, শুধু ১৯৭১-এর ইতিহাস বিকৃতি নয়, ৫৭০ থেকে ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস বিকৃতির প্রবণতা সমাজের একটি অংশে দেখা দিয়েছে।

শুধু ইতিহাস বিকৃতিই নয়, দিন বদলের পালায় অঙ্গীকারবদ্ধ আওয়ামী লীগ নাম বদলে এবং নামকরণে মনোযোগী ছিল ২০১১-তে। ঢাকায় হতশ্রী শেরাটন হোটেলের নাম বদলে হয়েছে রূপসী

www.pathagar.com

বাংলা। আর বাংলাদেশ বিমানের নতুন বোয়িং প্লেনের নাম হয়েছে পালকি– যে পালকির উদ্বোধনী ফ্লাইটে (ঢাকা-টু-লন্ডন) যাত্রী ছিল খুব কম এবং যার রিটার্ন ফ্লাইট (লন্ডন-টু-ঢাকা) ক্যান্সেল করা হয়।

নতুন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত নতুন ডিজিটাল অন্তর্বাস

তাহলে ২০১১ কি বাংলাদেশের জন্য কোনই ভালো সংবাদ নিয়ে আসেনি?

উত্তর, হ্যা। অন্তত দুটি ভালো সংবাদ আছে।

এক. বাংলাদেশে এসেছেন বাংলাদেশ প্রেমিক আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডাবলিউ মোজেনা। তিনি তার বাড়িতে দেয়া প্রথম রিসেপশনে অতিথিদের একটি গল্পচ্ছলে জানান, তার মা তাকে সবসময় বলতেন, কোনো কিছু চাইলে এবং তার জন্য ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলে এবং সেই লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করলে, সেই ইচ্ছা পূরণ হয়। মোজেনা এর আগে বাংলাদেশে কাজ করেছিলেন। তখন থেকেই তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। তার স্বপ্ন এখন পূরণ হয়েছে। *মাই মাদার ওয়াজ রাইট*। ড্যান মোজেনা এ কথা বলে গল্পের ইতি টানেন।

ওয়েলকাম এগেইন টু বাংলাদেশ, এক্সিলেন্সি মোজেনা।

দুই. ২০১১-তে অস্ট্রেলিয়ার সিম্যাভিটা কম্পানি একটি বিশেষ ধরনের ডিজিটাল অন্তর্বাস উদ্ভাবন করেছে। বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটা খুব কাজে দেবে। এ অন্তর্বাস পরা কোনো বয়স্ক লোক মলমূত্র ত্যাগ করলে তথ্যটি তার দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত নার্সের কাছে লিখিত বার্তা আকারে পৌঁছে যাবে। কম্পানিটি অন্তর্বাসটির নাম দিয়েছে সিমসিস্টেম। তাদের দাবি, এটিই বিশ্বের প্রথম ইলেকট্রনিক অন্তর্বাস। সিমসিস্টেম অন্তর্বাসে একটি ডিসপোজেবল (ব্যবহারের পর ফেলে দিতে হয়) প্যাড আছে। এর সঙ্গে একটি সংবেদনশীল স্ট্রপ রয়েছে, যা ওয়্যারলেস

www.pathagar.com

নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সেন্ট্রাল কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। ফলে অন্তর্বাস পরা কোনো বয়স্ক ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করলে তথ্যটি সঙ্গে সঙ্গে তার দায়িত্বে নিয়োজিত নার্সের কাছে লিখিত বার্তা আকারে পৌছে যাবে। এ সেন্সর স্টপটি ডিসপোজেবল প্যাড থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে।

২০০৮ সালে এ অন্তর্বাসটি প্রথম পরীক্ষামূলক প্রয়োগ এবিসি টেলিভিশনে দেখানো হয়। এটির সফল সংস্করণ এখন অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই খবরটি ডিজিটাল বাংলাদেশ চালুকামী আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য একটি শুভ সংবাদ। কারণ পুরো ২০১১-জুড়ে এই সরকার যে বর্জ্য পদার্থ ছড়িয়ে দিয়েছে সেই কর্মটি তাদের জন্য সহজতর ও শোভনতর হতো যদি তারা এই ডিজিটাল অন্তর্বাস ব্যবহার করতেন।

গুডবাই ২০১১।

৩১.১২.২০১১

www.pathagar.com